CPS

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ- সিপিএস প্রসিকিউশন পলিসি

Bengali - May 2010

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ-
সিপিএস প্রসিকিউশন পলিসি

সূচীপত্র

১. ভূমিকা
২. বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অপরাধ বলতে আমরা কী বুঝি
৩. অপরাধের ধরণ
৪. সিপিএস-এর ভূমিকা
৫. ক্রাউন প্রসিকিউটরদের কোড
৬. কোন অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করা হবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৭. জামিন
৮. মামলাটি প্রমাণ করতে কী কী সাক্ষীপ্রমাণ প্রয়োজন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৯. ক্ষতিগ্রস্থদের এবং স্বাক্ষীদেরকে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে সাহায্য করা
১০. অপরাধের দোষ স্বীকার
১১. সাজা
১২. ক্ষতিগ্রস্থকে জ্ঞাত রাখা
১৩. বর্ণ ও ধর্মীয় অপরাধকে পর্যবেক্ষণ করা
১৪. সমাজের সম্পৃক্ততা
১৫. অভিযোগ
১৬. উপসংহার

এ্যানেক্স A

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের মামলা দায়ের করতে ব্যবহৃত আইন

এ্যানেক্স B

পুলিশ, সিপিএস ও আদালতের ভূমিকা

এ্যানেক্স C

জামিন

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা

1 ভূমিকা

আমরা ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস(সিপিএস), বর্ণ ও ধর্মীয় আপরাধ নিয়ে কিভাবে কাজ করি এই নীতিবিবরণীটি তা ব্যাখ্যা করে। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ এবং এতে জুলাই 2003-এর প্রথম সংস্করণের পর আইন ও সিপিএস -এর কার্যপ্রণালীতে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা এই বিবরণী প্রকাশ করছি কারণ আমরা চাই ক্ষতিগ্রস্থরা, সাক্ষীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ, সাধারণ জনগণও যেন আস্থাশীল হয় যে সিপিএস এধরনের অপরাধের ভয়াবহতার যে বাস্তব ও স্থায়ী পরিণতি শুধুমাত্র ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের উপর নয় কিন্তু পুরো সমাজ ও গোষ্ঠীর উপরও পড়তে পারেও তা বুঝতে পারে। আমরা চাই জনগণ জানুক যখন আমরা বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের মামলা দায়ের করি তখন তারা আমাদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারে এবং আশা করি যে এটা অপরাধী বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাদের আস্থা আরো বাড়াবে ।

এই দ্বিতীয় সংস্করণটি তৈরী করার সময় আমরা কালো ও জাতীগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠিগুলো ও ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলোর সাথে পরামর্শ করেছি এবং এই দলিলপত্রটি লেখার সময় আমরা তাদের মতামত বিবেচনা করেছি । তাদের অবদান আমাদেরকে তাদের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ নিয়ে কাজ করার সময় আমাদের যাযা জানা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে ।

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ সাধারণত ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বেদনাদায়ক যেহেতু তারাই এককভাবে এর লক্ষ্যবস্তু তাদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, তাদের প্রকৃত অথবা পালিত বর্ণ বা জাতীগত পরিচয়, বিশ্বাস অথবা ধর্মবিশ্বাসের জন্য। কালো ও জাতীগত সংখ্যালঘু ক্ষতিগ্রস্থরাও লক্ষ্যবস্তু হতে পারে কারণ তারা অন্য সংখ্যালঘু দলের অংশ হতে পারে এবং একাধিক বৈষম্যের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

এ অপরাধগুলো বিছিন্নভাবে রেষ্টুরেন্টে, টেইকওয়েতে, নাইটক্লাবে, ফুটবল খেলায়, বাজার করার সময় সংঘটিত হতে পারে অথবা প্রতিবেশী, ক্রেতা, উগ্রবাদী অথবা পরিবারের সদস্যদের একটি চলমান হয়রানি বা ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য প্রচারণার একটি অংশ হতে পারে। মাঝে মাঝে আপরাধ হতে পারে এসব কিছু মিলে- প্রতিবেশী দ্বারা হয়রানি বা একজন ব্যক্তি ও তার বাসস্থানের উপর সংগঠিত অপরাধীদের আক্রমণ, অথবা জনসাধারণের স্থানে বিছিন্ন আক্রমণ।

ক্ষতিগ্রস্থদের উপর প্রভাব প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু অনেকেই একই ধরনের সমস্যার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তারা চরম বিছিন্নতাবোধ করে এবং বাইরে যেতে এমনকি বাড়ীতে থাকতেও সন্ত্রস্থ থাকে। তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখতে পারে এবং অপরিচিত লোক বা সংস্থা সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ন হয়ে যেতে পারে। তাদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যুবকদের জন্য বিশেষভাবে প্রভাবটা তাদের আত্মসম্মান ও পরিচিতিতে ক্ষতিকর হতে পারে এবং কোন সাহায্য ছাড়া তাদের বর্ণ ও ধর্মীয় পরিচিতিতে একধরনের আত্মঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে। বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের শিকার হওয়া কারণে ছোটদের মধ্যে অন্যের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা জন্ম লাভ করতে পারে।

এসকল অপরাধ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে বিভ্রান্তি, ভয় এবং নিরাপত্তার অভাবের যে বোধ হয় তা তাদের বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর ও বৃহত্তর কমিউনিটিতে চলমান প্রভাব ফেলতে পারে। কমিউনিটি আশঙ্কা করতে পারে যে তারা ক্ষতিগ্রস্থ এবং অরক্ষিতরা ভবিষ্যতে আরো আক্রমনের স্বীকার হতে পারে ।

এধরনের অপরাধের সুদূরপ্রসারী পরিণতি থাকতে পারে সেজন্য আমরা এই নীতিবিবরণীটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটি ব্যাখ্যা করে:

- আমরা বর্ণবাদী এবং ধর্মীয় অপরাধ বলতে কী বুঝি;
- অপরাধসমুহ এবং আইন কিভাবে কাজ করে;
- আমাদের ভূমিকা এবং ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের কোথায় আমাদের অবস্থান;
- ক্ষতিগ্রস্থ এবং সাক্ষীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব;
- বিবাদীদের অধিকার এবং
- আমরা কিভাবে বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের মামলা পর্যবেক্ষণ করি।

যদিও বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থদের স্বার্থে বিশেষভাবে এই দলিল, এটা বৃহৎ জনগোষ্ঠির কাছে আমাদের নীতির পরিস্কার বিবরণের লক্ষ্যেও ।

আমাদের নীতি হলো বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের ন্যায্যভাবে, দৃঢ়ভাবে এবং শক্তভাবে মামলা দায়ের করা।

এই কাগজপত্র সকল সিপিএস অভিযোগকারী এবং কেইসওয়ার্কারদের জন্য আরো বিস্তারিত নির্দেশণা দ্বারা সমর্থিত যেন তারা নীতি এবং কিভাবে আমরা এধরনের অপরাধ নিয়ে কাজ করি সে সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণা পেতে পারে। অন্য যারা ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে কাজ করে আমরা তাদের সাথে নির্দেশাবলী ভাগাভাগি করব যেন তারা নীতি বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। নির্দেশাবলীটি জনগণ পাবে।

আমাদের কর্মীদেরকে সমতা ও বৈচিত্রতা সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। আমরা আমাদের প্রসিকিউটর ও কেইসওয়ার্কারদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সও সাজিয়েছি যেন বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও বুঝার ক্ষমতা বাড়াতে পারি যেন সেটি তাদেরকে সঠিক কেইসওয়ার্কের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এই প্রশিক্ষণটি এখন ইংল্যান্ড ও ওয়েলসজুড়ে প্রসিকিউটর ও কেইসওয়ার্কারদের দেয়া হচ্ছে, যখন প্রসিকিউটর ও কেইসওয়ার্কাররা নবনিযুক্ত হয় তখন তাদের চলমান প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কমিউনিটি এবং ধর্মবিশ্বাসী দলগুলোর প্রতিনিধিগণ বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের কোর্সগুলো প্রণয়নে অবদান রেখেছে।

2 বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অপরাধ বলতে আমরা কী বুঝি

বর্ণবাদী বা ধর্মীয় ঘটনা

স্টিফেন লরেন্স ইনকোয়ারী রিপোর্ট ফেব্রুয়ারী 1999 সালে প্রকাশ করা হয় এবং বর্ণবাদী ঘটনাকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবেঃ
"... কোন ঘটনা যা আক্রান্ত ব্যক্তি বা অন্যলোকের দ্বারা বর্ণবাদী হিসেবে দেখা হয়।"

আমরা এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেছি।

আমরা ধর্মীয় ঘটনাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করিঃ

"ক্ষতিগ্রস্থব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি তার ধর্ম বা অনুমিত ধর্মের কারণে প্রণোদিত হয়ে ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে মনে করে।"

উভয় সংজ্ঞা আমাদের সাহায্য করেছে আমাদের কেইস ফাইলে সকল বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় ঘটনা সনাক্ত করতে যেন আমরা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময় বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় বিষয়াদির(উপাদান) বিবেচনা নিশ্চিত করি ।

সকল বর্ণবাদী বা ধর্মীয় ঘটনা অপরাধমূলক নয়।
অধিকন্তু যদিও কোন ঘটনা অপরাধের মতো মনে হয়, তবুও মামলা দায়ের না করা হতে পারে কারণঃ

- মামলা দায়ের করতে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি একেবারে নাও থাকতে পারে;
- এবং যদিও কোন অপরাধের মামলা দায়ের করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি থাকে তবুও নির্দিষ্ট কোন বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় অপরাধের মামলা দায়ের করার জন্যে প্রমাণাদি অথবা অপরাধটি বর্ণবাদ অথবা ধর্ম প্রসূত এটা প্রমাণ করা নাও যেতে পারে ।

আমাদেরকে একটি বর্ণবাদী বা ধর্মবাদী ঘটনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতে এবং মামলা দায়ের করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি আছে কিনা সেব্যাপারে সাহায্য করতে আমরা ক্রাউন প্রসেকিউটরের কোড ব্যবহার করি। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এই বিবরণের 5ম অনুচ্ছেদে কোডটি আলোচনা করেছি।

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধ

এটি একটি অপরাধ যেখানে প্রসিকিউটরকে অপরাধের অংশ হিসেবে একটি বর্ণবাদী বা ধর্মীয় উপাদান প্রমাণ করতে হয় অথবা যেখানে একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করার সময় আইন প্রসিকিউটরকে সেসব প্রমাণাদি আদালতে উপস্থাপনের জন্যে অনুমতি প্রদান করে ।

বর্ণবাদী অপরাধ বা ধর্মীয় অপরাধ কোন একক অপরাধ নয়।অনেক অপরাধ আছে যেখানে আমাদের বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় উপাদান অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণ হবার পূর্বে প্রমাণ করতে হবে । একটি উদাহরণ হল ফুটবল খেলার মাঠে বর্ণবাদী গান করা।

সেসব অপরাধ যেখানে আমাদের বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় উপাদান প্রমাণ করতে হয় বাদ দিলেও ক্রিমিনাল কোর্টের একটি কর্তব্য আছে কোন অপরাধকে অধিক গুরুত্ব দেয়া যেখানে প্রমাণ আছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি শত্রুতা প্রদর্শন করেছে অথবা আক্রান্তর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল কারণ আক্রান্তব্যক্তি কোন জাতিগত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য।

জাতিগত গোষ্ঠী- এর অর্থ যেকোন একদল লোক যারা তাদের গোত্র ,বর্ণ, জাতীয়তা (নাগরিকত্বসহ) অথবা নৃতাত্ত্বিক অথবা জাতীয় উৎস দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। এতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে জিপসিরা ও ট্রাভেলাররা, শরণার্থীরা, অথবা আশ্রিতরা অথবা অন্যান্য কম দৃশ্যমান সংখ্যালঘুরা।
শিখ ও ইহুদীরা বর্ণবাদী গোষ্ঠীর আওতায় পড়ে এ ব্যাপারে আইনগত রায় আছে।

ধর্মীয় গোষ্ঠী- এর অর্থ কোন একদল লোক ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসের অভাবের সূত্র ধরে সংজ্ঞায়িত। উদাহরনস্বরূপ এর মধ্যে পড়ে, মুসলিম, হিন্দু এবং খৃষ্টানগণ এবং অন্যান্য ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং এসব ধর্মগুলোর বিভিন্ন শাখা। যে সকল লোকের মোটেই কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নেই তারাও এর আওতায় পড়ে।

3 অপরাধের ধরণ

কোন কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্থ করার আগে আমাদের বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় উপাদানের উপস্থিতি প্রমাণ করতে হবে। আমরা **এ্যানেক্স A**-তে এই অপরাধগুলো ও আদালত যে শাস্তি আরোপ করতে পারে তা একসাথে ব্যাখ্যা করেছি।

বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত অপরাধ

কোন কোন অপরাধকে নির্দিষ্টভাবে অধিকতর খারাপ বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

এই অপরাধগুলোর জন্য আমাদের প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে অপরাধী একটি **সাধারণ** অপরাধগুলোর একটি করেছে এবং তারপর আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে অপরাধটা ছিল বর্ণবাদ অথবা ধর্মীয়ভাবে **প্রকোপিত**।

সাধারণ অপরাধ যেগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যেতে পারে তারমধ্যে রয়েছে, হামলা অথবা আহত করার অপরাধ, হয়রানি, ক্ষতি এবং পাবলিক অর্ডার অপরাধসমুহ যেমন মানুষের মধ্যে সহিংসতা বা হয়রানির প্রতি ভীতি তৈরী করা। এই অপরাধগুলো নির্দিষ্টভাবে বর্ণবাদ অথবা ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত হলে আরো কঠোর সাজা দেওয়া যাবে।

একটি অপরাধ বর্ণবাদ অথবা ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত তা আমরা দুটো উপায়ের যে যেকোন একটির মাধ্যমে প্রমাণ করতে পারি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিঃ

- হয় ক্ষতিগ্রস্থকে শত্রুতা প্রদর্শন করেছে কারণ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ছিল বা মনে করা হতো সে কোন নির্দিষ্ট বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর- উদাহরণস্বরূপ, কাউকে অসম্মান করার সময় বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় অমর্যাদাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা;

অথবা

- একই কারণে ক্ষতিগ্রস্থের প্রতি শত্রুতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল- উদাহরণস্বরূপ, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশের নিকট স্বীকার করে সে একটি এশিয়ান দোকানদারের জানালা দিয়ে একটি ইট নিক্ষেপ করে কারণ সে এশিয়ানদের পছন্দ করে না।

মতলব প্রমাণ করা সবসময় কঠিন এবং অধিকাংশ মামলা অভিযুক্তের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কার্যাদির কারণে স্বাভাবিক পরিণতির ফল।

বর্ণবাদী ঘৃণাতে উস্কানী

এই অপরাধ ঘটানো হয় যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি বলে অথবা কিছু করে যেটা হুমকিস্বরূপ, গালিগালাজপূর্ণ বা অপমানজনক এবং এগুলো করা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণবাদী ঘৃণা জাগানোর জন্য অথবা বর্ণবাদী ঘৃণা জাগানোর সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য। এধরনের বিষয়গুলো এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যেমন বক্তৃতা দেয়া, বর্ণবাদী পোষ্টার প্রদর্শন করা, লিখিত বস্তু প্রকাশ করা, নাটক করা অথবা গণমাধ্যমে কিছু প্রচার করা।

আমাদের এই অপরাধ প্রমাণ করতে প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো আচরণ হুমকিস্বরূপ, গালিগালাজপূর্ণ বা অপমানজনক ছিল কিনা। এই শব্দগুলোকে তাদের সাধারণ অর্থ দেয়া হয়েছে কিন্তু আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আচরণ বিরক্তিকর, রূঢ় অথবা এমনকি অপমাণজনক না হলেও আক্রমণাত্মক হতে পারে।

আমাদের আরো বিবেচনা করতে হবে অপরাধী বর্ণবাদী ঘৃণার উদ্রেক করতে চেয়েছিল কিনা অথবা এর পরিণামে বর্ণবাদী *ঘৃণা* ছিল কিনা। ঘৃণা একটি অতি শক্তিশালী আবেগ। বর্ণবাদী স্নায়ুবিক চাপ উত্তেজিত করা, বিরোধিতা এমনকি শত্রুতাও প্রয়োজনীয়ভাবে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

মাঝে মাঝে এটা সুস্পষ্ট হতে পারে যে একজন ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণবাদী ঘৃণার সৃষ্টি করতে পারে উদাহরণস্বরূপ যখন কোন লোক জনসম্মুখে একদল লোককে তাদের বর্ণের জন্য দোষারোপ করে বক্তৃতা দেয় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যকে উৎসাহিত করে তাদের বিরুদ্ধে যাবার জন্য এবং সম্ভবত সহিংস ঘটনা ঘটায়। সে যাই হোক সাধারণত প্রমাণটা খুব স্পষ্ট নয় এবং তাদের উদ্দেশ্য অনুমান করার জন্য সম্ভবত আমাদের নির্ভর করতে হবে জনগণের কার্যকলাপের উপর।

যদি আমরা প্রমাণ করতে না পারি যে কেউ বর্ণবাদী ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল তাহলে আমাদের দেখাতে হবে সকল অবস্থাতেই ঘৃণাটাই *সম্ভবত* জেগে উঠতে পারতো। 'সম্ভবত ' এর অর্থ এই নয় যে বর্ণবাদী ঘৃণা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব ছিল। সে জন্য আমাদের কোন আচরণের প্রসঙ্গ খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে বিশেষভাবে সম্ভাব্য লোকদের ক্ষেত্রে, যেহেতু এটা হবে খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই অপরাধগুলো পাবলিক অর্ডার এ্যাক্ট 1986 সালের মধ্যে রয়েছে যেটি তৈরী করা হয়েছে সাধারণত নিষ্ঠুরতা, গোলযোগ, ক্ষতি অথবা ভয় দেখানো প্রতিরোধের জন্য। যদিও এটি প্রায়ই উপস্থিত থাকবে তথাপি এই ধরনের ক্রিমিনাল এক্টের কমিশন ঝুকিপূর্ণ এবং বর্ণের ভিত্তিতে ঘৃণা জাগানো অপরাধের কমিশন প্রমাণ করা প্রয়োজনীয় নয়।

যখন লোকজন অন্যকে বর্ণের জন্য ঘৃণা করে এধরনের ঘৃণা আরো সুস্পষ্ট হয় যা ঘৃণা, গালাগালি, বৈষম্য অথবা ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্ররোচিত অপরাধের মাধ্যমে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হবে কিন্তু সকল ঘৃণারই ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উপর একটি ক্ষতিকারক প্রভাব (ফলাফল) আছে এবং এটি মামলা উপযুক্ত কি না সে ব্যাপারে বিবেচনা করার একটি প্রাসঙ্গিক কারণ।

স্বাধীন, গণতান্ত্রিক এবং সহনশীল সমাজে এটা প্রয়োজনীয় যে জনগণ শক্তভাবে মতামত আদান প্রদান করতে সক্ষম হবে যদিও এগুলো অপরাধ সংঘটন করতে পারে। তবুও আমাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে আনুপাতিক হারে জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলতা রোধ করতে এবং অন্যের অধিকার সংরক্ষণের জন্য।

এই সিদ্ধান্তগুলো যেহেতু সরকারী নীতির প্রশ্নের আওতাধীন তাই সিপিএস সদর দপ্তরে অবস্থিত একদল আইনবিশেষজ্ঞ পুলিশ ফাইলে এধরনের সচল মামলাগুলো পর্যালোচনা করে এবং এতে যথেষ্ট প্রমাণাদি আছে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এটা ছাড়াও বর্ণবাদী ঘৃণা প্ররোচিত করার উপর কোন মামলা এটর্নি জেনারেলের অনুমতি ছাড়া নেয়া যাবেনা, যিনি ক্রাউনের সিনিয়র আইন কর্মকর্তা।

আইন শুধু সে সকল কাজগুলোকে আয়ত্বে আনে যেগুলো বর্ণবাদী ঘৃণার উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভাবনা জাগাতে পারে। যখন "বর্ণ" অথবা "বর্ণবাদ " -এর সংজ্ঞার পরিসর বিস্তৃত তখন এটা পরিষ্কার যে এটা "ধর্মীয়" নয়।

ধর্মীয় ঘৃণাতে উস্কানী

সংসদ একটি ধর্মীয় ঘৃণা আইন তৈরী করেছে যা 1লা অক্টোবর 2007-এ কার্যকরী হয়। অবশ্য এই আইন সংসদ অনুমোদিত আইন সংকলনে ইতোমধ্যে অন্তর্গত বর্ণ বৈষম্য আইন থেকে অনেক আলাদা যেহেতু এতে শুধুমাত্র *হুমকি* প্রদর্শনের শব্দ অথবা আচরণ(অপমান বা অপব্যবহার) এবং শুধুমাত্র ধর্ম বৈষম্যকে উস্কানী দেয়ার *উদ্দেশ্যে* ব্যবহৃত শব্দ ও আচরণের (সেগুলো নয় যা সম্ভাব্য ঘৃণা সৃষ্টির কারণ)ব্যাপারে বলা হয়েছে।

সেহেতু ধর্মীয় বৈষম্য জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে করা অপব্যবহার ও অপমানজনক আচরণ প্রণীত আইনের আওতায় অপরাধ নয়।

নতুন আইনের মধ্যে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সংরক্ষিত যার অর্থ এটা একটি ধর্মের আলোচনা, সমালোচনা, বিদ্বেষ, অপছন্দ, উপহাস, অপমান অথবা অপব্যবহার অথবা এর বিশ্বাস বা অভ্যাস নিষিদ্ধকরণ ও সীমাবদ্ধকরণে ব্যবহার করা যাবেনা।

তাই বর্ণবাদী ঘৃণার চেয়ে ধর্মীয় ঘৃণা উস্কানীর জন্য মামলা করা আরো কষ্টসাধ্য হবে (যার মান জন্য ইতোমধ্যে যথার্থভাবে উচ্চ) ।

এধরনের অপরাধের জন্য মামলা দায়ের করতে আটর্নী জেনারেলের অনুমতি লাগে এবং বর্ণবাদী ঘৃণাতে উস্কানী দেওয়া অপরাধের মতো একইরকম ব্যবস্থায় এর সুবিচার করা হবে।

ফুটবল খেলার সময় বর্ণবাদী গান করা

একটা মৌসুমে সরাসরি খেলায় উপস্থিতসহ লক্ষ লক্ষ লোক ফুটবল খেলা দেখে । যদিও বিশালাকায় বর্ণবাদী গান করার সমস্যা আগের তুলনায় কম স্বাভাবিক, ফুটবলে কিছু বর্ণবাদী দূর্ব্যবহার এবং হয়রানির সমস্যা এখনো আছে।

বর্ণবাদী গান করার অপরাধটি সংঘটিত হয় যখন একজন ব্যক্তি অথবা একদল লোক একটা নির্দিষ্ট ফুটবল ম্যাচ যা প্রিমিয়ার লীগের দুটি দল, ফুটবল লীগ অথবা কনফেরেন্স লীগ-এর মধ্যেকার খেলা হিসেবে নির্দিষ্ট খেলায় বর্ণবাদী শব্দ বা ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করতে থাকে। "বর্ণবাদী"এবং বর্ণবাদ একই।

দোষী সাবাস্ত্য হলে একজন ব্যক্তিকে জরিমানা ও তদুপরি খেলায় উপস্থিত থাকা থেকে দেশে ও বিদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতে পারে।

যদিও এই আইন সাজানো হয়েছে ফুটবল মাঠে নির্দিষ্ট বর্ণবাদী আচরণ মোকাবেলার জন্য, এবং ধর্মীয় গান গাওয়ার মতো নির্দিষ্ট কোন কিছুতে এটি প্রযোজ্য নয়, তবুও এটা বর্ণ ও ধর্মীয় অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একমাত্র পন্থা নয়।

কিছু ক্ষেত্রে ফুটবল-সংক্রান্ত বর্ণ ও ধর্মীয় অপরাধগুলোকে আরো উপযুক্ত আইন দ্বারা বিচার করা যেতে পারে, যেমন বর্ণবাদ ও ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত পাবলিক অর্ডার অফেন্সেস। উদাহরণস্বরুপঃ

- যখন অপরাধটি নির্দেশিত ফুটবল ম্যাচের স্টেডিয়ামের বাইরে সংঘটিত হয়;
- যদি কোন পাবলিক অর্ডার অফেন্সেস করা হয় যেখানে বর্ণবাদী শত্রুতা না করে ধর্মীয় শত্রুতা প্রদর্শন করা হয়;
- কোন অনির্দেশিত ফুটবল খেলা, যেমন নবীনদের খেলা;

আমরা খুব সাবধানতার সাথে ফুটবলের সাথে জড়িত বর্ণীয় বা ধর্মীয় অপরাধ বিবেচনা করব এটা নিশ্চিত করার জন্য যে আমরা একটি অপরাধের(বা অপরাধগুলোর) বিচার করছি যা সবচেয়ে সঠিকভাবে অপরাধীর আচরণ প্রতিফলিত করবে এবং যেটা আদালতকে যেকোন বর্ণবাদী বা ধর্মীয় সহিংতা অথবা প্রনোদনা হিসেব করতে দিবে।

অন্যান্য ধর্মীয় অপরাধসমূহ

ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত অপরাধের সাথে আরো অনান্য ধর্মীয় অপরাধ আছে যাদের বিচার হতে পারে।

ব্লাসফেমি ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি আঘাত, মৌখিক অথবা লিখিত, এটি এমন শব্দ প্রয়োগ করে করা হয় যার মাধ্যমে বেশীরভাগ খ্রিষ্টধর্মবিশ্বাসীদের অনুভূতিকে আহত ও তাদেরকে অবমাননা করার সম্ভাবনা থাকে। তবুও মানুষ ধর্মবিরোধী চিন্তা প্রকাশে সবসময়ই স্বাধীন ছিল এই শর্তে যে তারা তা করবে একটি যুক্তিসঙ্গত

পন্থায়। ফলস্বরুপ সাম্প্রতিক কালে খুবই অল্প কয়েকটি অপরাধের বিচার হয়েছে, 8 জুলাই 2008 থেকে কার্যকর পার্লামেন্টের একটি আইন এই অপরাধকে সম্পুর্ণরুপে বিলুপ্ত করেছে।

অন্যান্য কিছু ধর্মীয় অপরাধ যার বিচার হতে পারে সেগুলো হলো:

- উপাসনালয়ে সহিংসতা ও অশালীন আচরণ;
- যাজকদের অপমান করা ও ধর্মীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তাদের দায়িত্বে বাধা প্রদান;
- কবরস্থানে গন্ডগোল; এবং
- মৃতদেহ কবর দিতে বাধা।

এসকল অপরাধের অধিকাংশই সংসদের অনেক পুরাণো এ্যাক্টের মধ্যে আছে এবং যা সচারচর ব্যবহার করা হয় না কারণ অপরাধমূলক আচরণে যা অন্তর্ভূক্ত তা অন্যান্য অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে বিচার করা যায়। এই আইনসমূহ অধিকতর পরিচিত এবং এগুলোতে উচ্চতর সাজার বিধান রয়েছে। উপরের অপরাধসমূহ ব্লাসফেমী অপরাধের মত নয়। এ সকল অপরাধসমূহ সকল ধর্ম বিশ্বাস এবং তাদের উপাসাণালয়ে বা সমাধিস্থলে সংঘঠিত হতে পারে।

অন্য অপরাধের মধ্যে বর্ণবাদী বা ধর্মীয় উপাদানকে হিসেব করা

কোন অপরাধকে যদি বর্ণবাদী বা ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত অপরাধ হিসেবে বা উপরে বর্ণিত অপরাধের কোন একটির কাতারে নাও ফেলা যায় তার মানে এই নয় যে এর মধ্যে বর্নবাদী বা ধর্মীয় উপাদান আছে কিনা তা দেখা হবে না। আদালত নিজের ক্ষমতায় অবশ্যই যেকোন মামলায় বর্ণবাদী বা ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত অপরাধের প্রমাণ বিবেচনা করবে যদিও আলোচিত মামলাটি বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অপরাধের জন্য দায়ের করা হয়নি।

উদাহরণত, যদি কোন লোক কোন এশিয়ান চালকের ট্যাক্সি থেকে ভাড়া না দিয়েই দৌড়ে পালায় তাহলে সে ব্যক্তি ' ভাড়া না দিয়ে চলা যাওয়া' অপরাধে অপরাধী। একই সময়ে সে ব্যক্তি যদি কোন এশিয়ানদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য করে যেটি নির্দেশ করবে তার ভাড়া না পরিশোধ করার পেছনে বর্ণবাদী উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে এই অপরাধটিকে বর্ণবাদ প্রকোপিত অপরাধ হিসেবে অভিযুক্ত করা যাবেনা। এটি এ কারণে যে, “ভাড়া না দিয়ে চলে যাওয়া” আইন নির্দিস্ট বর্ণবাদ প্রকোপিত “সাধারণ” অপরাধগুলোর একটি নয়।

যাইহোক, তার মানে এই নয় যে বর্ণবাদী উপাদানকে দেখা হয়নি। এই অবস্থায় আমাদেরকে সে মন্তব্য সম্পর্কে আদালতকে জানাতে হবে এবং যুক্তি দেখাতে হবে যে এই একারণে অপরাধটি বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে করা। যদি আদালত এটিকে গ্রহণ করে তাহলে এটিকে আরো বড় সাজা দিবে।

যখন কোন অপরাধীকে দোষী হিসেবে পাওয়া যায় এবং তার সাজা সম্পর্কে আদালত সিদ্ধান্ত নেয় তখন আদালতকে বর্ণবাদী বা ধর্মীয় প্রনোদনার প্রমাণ খুজতে হবে যা অপরাধকে আরো বড়ো করবে। আদালতকে অবশ্যই খোলাখুলিভাবে সবাইকে জানাতে হবে যে বর্ণবাদী বা ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত উপাদানের কারণে মামলাটি আরো শক্তভাবে নেওয়া হচ্ছে।

4 সিপিএস এর ভূমিকা

সিপিএস অপরাধী বিচার ব্যবস্থার একটি অংশ, যার মধ্যে আছে অন্যান্য সংগঠন যেমন পুলিশ, আদালত, বিবাদীপক্ষের উকিল, ন্যাশনাল প্রবেশন সার্ভিস, ইয়ুথ অফেন্ডার টিমস (ওয়াইওটিএস), উইটনেস সার্ভিস এবং প্রিজন সার্ভিস। আমরা **এ্যানেক্স B-**র ছবিতে পুলিশ, সিপিএস এবং আদালতের প্রধান ভূমিকার সংক্ষিপ্তসার করেছি।

আমরা হলাম ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জন্য একটি সরকারী সেবা, যার প্রধান হলেন ডিরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশন, তিনি রেভিন্যু এন্ড কাস্টমস প্রসিকিউশন অফিসেরও পরিচালক। আমাদেরকে 1986 সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, পুলিশ কর্তৃক যে সকল মামলা অনুসন্ধান করা হয়েছে সেগুলোর বিচার করার জন্য। যদিও আমরা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি আমরা তাদের থেকে স্বতন্ত্র। আমরা অ্যাটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে সংসদের নিকট দায়ী, যিনি একজন সরকারী মন্ত্রী এবং ক্রাউনের আইন কর্মকর্তা।

আমরা 42টি এলাকা নিয়ে গঠিত একটি জাতীয় সংস্থা। প্রতিটি এলাকা একজন চীফ ক্রাউন প্রসিকিউটরের অধীনে পরিচালিত এবং প্রতিটির সাথে একটি একক পুলিশ ফোর্স এলাকা যুক্ত আছে, এগুলোর মধ্যে একটি এলাকা লন্ডনকে ধারণ করে। সিপিএস লন্ডন ছাড়া 42টি এলাকা 14টি স্ট্রাটেজিক বোর্ডে গ্রুপ করা হয়েছে, যার প্রতিটির আছে একটি নিজস্ব পরিচালনা টিম ও যার প্রধান হচ্ছেন চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটর অফ লন্ডন। প্রত্যেক স্ট্রাটেজিক বোর্ডে একজন গ্রুপ চেয়ার চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

5 ক্রাউন প্রসিকিউটরদের জন্য কোড

দ্যা কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটর মামলা করা এবং না করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো আমরা কিভাবে নিব সেটি ঘোষণা করে। কোডটি একটি সরকারী দলিল। আমরা পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত মামলাগুলোকে কোডে ঘোষিত পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যালোচনা করি। পরীক্ষাটির দুটি পর্যায় আছে।

সাক্ষ্যপ্রমাণের পর্যায়

প্রত্যেক অভিযোগের বিপরীতে প্রত্যেক বিবাদীর বিরুদ্ধে বাস্তবসম্মতভাবে বিচার করার সম্ভাবনার জন্য যথেষ্ট প্রমাণের ব্যাপারে আমাদেরকে প্রথমেই সন্তুষ্ট হতে হবে। তার মানে হচ্ছে, যে একজন বিচারক অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের একটি বেঞ্চ অথবা একজন বিচারক একা বিচার পরিচালনায় আইন অনুসারে যথার্থভাবে নির্দেশিত হলে, খুব সম্ভবত বিবাদীকে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করবে না।

দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আমাদেরকে মামলাটি প্রমাণ করতে হবে যাতে আদালত নিশ্চিত হয় বিবাদীর অপরাধ সম্বন্ধে।

যদি সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরের ভিত্তিতে মামলাটি প্রথম পর্যায় (সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যায়) অতিক্রম করতে না পারে, এটি অবশ্যই আর সামনে অগ্রসর হবে না, কোনভাবেই হবেনা তা এটি যতই প্রয়োজনীয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন। আমরা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি যে প্রতিটি মামলা বর্ণবাদ/ধর্ম সম্পর্কিত ঘটনার সংজ্ঞার আওতায় পড়লেও আবশ্যিকভাবে মামলা দায়ের করা হবে না। বিবাদীকে আদালতের দোষী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের সন্তুষ্টির জন্যে যথেষ্ট প্রমাণাদি নাও থাকতে পারে।

জনস্বার্থ পর্যায়

যদি মামলাটি সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যায় অতিক্রম করতে পারে, তবে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে জনস্বার্থের জন্য মামলা দায়ের প্রয়োজন কি না। একটি মামলা দায়ের সাধারণত করা হবে যদি না: “জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট উপাদান (কারণ) মামলা দায়েরের বিরুদ্ধে ঝুঁকে পড়ে যা পক্ষে ঝুঁকে পড়ার চাইতে বেশী”।

জনস্বার্থ পর্যায় বিবেচনার ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের “উচিত আক্রান্ত ব্যক্তির উপর অপরাধটির কী প্রভাব পড়েছে বলে সে মনে করছে তা বিবেচনা করা। যথার্থ ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, মানব হত্যার কোন মামলা বা যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তি কোন শিশু অথবা কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যার মানসিক ক্ষমতার কমতি আছে এসব ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরদের উচিত আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের যে কোন মতামত গ্রহণ করা।”
কোথায় জনস্বার্থ নিহিত আছে সে ব্যাপারে চিন্তার সময় আক্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থের ব্যপারে আমরা সবসময় খুব সাবধানে চিন্তা করি। কিন্তু আমরা মামলা পরিচালনা করি জনগণের বৃহৎ স্বার্থে এবং শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থে নয়। এর মধ্যে ভারসাম্যে রক্ষা করতে অসুবিধা হতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেগুলো সিপিএস প্রসিকিউশনের বিষয়ে শেষ কথা নয়।

আক্রান্ত ব্যক্তির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জাতীয়তা বা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সৃষ্ট প্রতিকূল মনোভাবের কারণে কৃত অপরাধকে আমরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করি। এছাড়া আমরা এ ব্যাপারেও সচেতন যে তুলনামূলকভাবে কম বর্ণবাদ অথবা ধর্মীয় অপরাধও আক্রান্ত ব্যক্তির উপর অনানুপাতিকভাবে বৃহৎ প্রভাব রাখতে পারে। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের কাছে পাঠানো বর্ণবাদ এবং ধর্মীয় ঘৃণাপ্রসূত অপরাধগুলোর মামলার ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সবসময় মামলা দায়েরের পক্ষেই থাকবে।

আমরা আরো যেসব জনস্বার্থ বিষয় বিবেচনা করবো, সেগুলো হচ্ছে:

- অপরাধের গুরুত্ব;
- আক্রান্ত ব্যক্তির আঘাত - শারিরীক এবং/অথবা মানসিক;
- যদি বিবাদী একটি অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে;
- যদি বিবাদী ঘটনার পরে বা আগে কোন ধরণের ভয় হুমকি দিয়ে থাকে;
- বিবাদী যদি আক্রমণের পরিকল্পনা করে থাকে;
- বিবাদী কর্তৃক আবার অপরাধ করার সম্ভাবনা;
- ক্ষতিগ্রস্থ বা জড়িত বা জড়িত হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ক্রমাগত হুমকি;
- বিবাদীর সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সম্পর্ক; এবং
- বিবাদীর অপরাধের ইতিহাস, বিশেষ করে পূর্বেও কোন অরক্ষিত মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ।

সীমারেখা পরীক্ষা (The Threshold Test)

যেখানে সম্ভব ক্রাউন প্রসিকিউটররা ফুল কোড টেস্ট (Full Code Test) প্রয়োগ করবেন। যদিও কখনো কখনো এরকম ঘটনা থাকতে পারে যখন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জামিনের জন্য অযোগ্য মনে করা হতে পারে কিন্তু যদি সেসময় সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তদন্ত অসমাপ্ত থাকলে এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে সিপিএস সীমারেখা পরীক্ষা (Threshold Test) প্রয়োগ করতে পারে। তবে সীমারেখা পরীক্ষা কেবলমাত্র তখনই প্রয়োগ করা যাবে যখন নিম্নের শর্তগুলো পূরণ হবে:

- ফুল কোড টেস্ট প্রয়োগের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ অপর্যাপ্ত থাকা;

- যথাযথ যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্বাস করা যায় যে ভাল সময়ে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাবে;
- পরিস্থিতির গুরুত্ব যদি তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্ত নেয়াকে ঠিক মনে করায়; এবং
- জামিনের বিরোধিতা করার জন্য অব্যাহতভাবে উল্লেখযোগ্য ভিত্তি থাকা;

যেখানে এই শর্তাবলীর সবগুলোই পূরণ হবে সেখানে সীমারেখা পরীক্ষা প্রয়োগ ও সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা যেতে পারে, যদি:

- সেখানে কমপক্ষে যুক্তিযুক্ত সন্দেহ থাকে যে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অপরাধটি করেছে;
- প্রসিকিউটর নিশ্চিত হন যে ফুল কোড টেস্ট (Full Code Test) অনুসারে অভিযুক্ত করার বাস্তবিক আশা দিতে সক্ষম এমন আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ সরবরাহ করার ব্যাপারে বিশ্বাস করার মত যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে।
- যদি তাই হয়, বিচার করাটা হবে জনগণের স্বার্থে;

সীমারেখা পরীক্ষার আওতায় অভিযোগ দায়েরের সিদ্ধান্তটিকে অবশ্যই পর্যালোচনার মধ্যে রাখতে হবে এবং অবশ্যই যুক্তিযুক্তভাবে যত দ্রুত সম্ভব ফুল কোড টেস্টটি মামলায় প্রয়োগ করতে হবে।

কোড হলো জনসাধারণের একটি দলিল। কপিগুলো পাওয়া যাবে
CPS Communications Division, Rose Court, Southwark Bridge , London SE1 9HF এ ঠিকানায় বা স্থানীয় সিপিএস অফিসগুলো থেকে বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে
http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/code.html
. . . .

6 কোন অভিযোগগুলোর মামলা করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

আমাদেরকে অবশ্যই এমনভাবে অভিযোগ গঠন করতে হবে যাতে অপরাধের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয় এবং যেটি আদালতকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে সহায়তা করবে। অভিযোগগুলো আমাদের অবশ্যই মামলাটি পরিস্কারভাবে এবং অকপটে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে।

কোন কোন অবস্থায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াটি অভিযোগের ধরনের উপর নির্ভর করে। মৌলিক দোষের জন্যও আমাদেরকে একটি অভিযোগ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে যাতে অভিযোগের বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অংশ প্রমাণিত না হলেও যেন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৌলিক অপরাধের অপরাধী খুঁজে পায়। যখন আমরা এটা করি এটার অর্থ এই নয় যে আমরা দোষীকে মৌলিক অপরাধটি স্বীকার করতে আহ্বান করছি। আবার এটার অর্থ এটাও নয় যে আমরা মনে করি মামলাটি দুর্বল।

একজন সন্দেহভাজনকে মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে কি না এবং যদি তাই হয় তাহলে অভিযোগগুলো কী হবে আমাদের সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব 2004 সাল থেকে রয়েছে (অধিকাংশ ছোট ছোট মামলাগুলো ছাড়া বাকি সকল মামলার ক্ষেত্রে)। যখন পুলিশের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বর্ণবাদ অথবা ধর্মীয়ভাবে অধিকতর গুরুতর একটি অপরাধ করেছে, তবে তারা **অবশ্যই** সেই মামলা ক্রাউন প্রসিকিউটরের কাছে পাঠাবেনর যিনি সিদ্ধান্ত নিবেন অভিযুক্ত করা যাবে কি না।

7 জামিন

একজন লোককে কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পর পুলিশ সিদ্ধান্ত নেয় তাকে জামিন দেয়া হবে কিনা যেন সে পরবর্তী আদালতে শুনানীর দিন উপস্থিত থাকতে পারে(সাধারনত দোষী সাব্যস্তের 2-5 দিনের মধ্যে) অথবা লোকটিকে হাজতে রাখা যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সেইদিন বা পরেরদিন হাজির করার জন্য। অভিযুক্ত আদালতে হাজির হলে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয় প্রসিকিউশন এবং বিবাদীর পক্ষের উকিলের নিকট থেকে শোনার পর। আমরা পুনঃবিচার প্রার্থনা করতে পারি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে জামিন মঞ্জুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে।

আক্রান্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীদেরকে বিপদ, ভয় দেখানো, প্রবল চাপ থেকে রক্ষার জন্য অথবা অভিযুক্তের অন্যান্য কাজ যা ন্যায়বিচারের কাজকে বাধাগ্রস্থ করে। আমরা আদালতকে বলতে পারি অভিযুক্তের জামিনে কিছু শর্ত আরোপ করার জন্য অথবা আমরা আদালতকে বলতে পারি হাজতে থাকার সময় অভিযুক্তকে পুলিশের হেফাজতে নেয়ার জন্য(রিমান্ডে)। আদালত এতে রাজি হবে যদি তা যথেষ্ট হয় যে জামিন আটকিয়ে রাখার ভিত্তি রয়েছে।

কারণগুলো যা আদালত আরোপ করতে পারে তার মধ্যে সন্নিবেশিত প্রয়োজনগুলো হলো কোন নাম বলে দেয়া ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করবেনা অথবা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে থাকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণে আক্রান্তের ভয় সম্পর্কে বা সাক্ষীর হয়রানি সম্বন্ধে পুলিশের দ্বারা সরবরাহকৃত সংবাদ(আমরা বিবেচনা করি) আমরা বিবেচনা করি অথবা অপরাধের পুনরাবৃত্তি। জামিনের শর্তাবলীর উদাহরণ **এ্যানেক্স C**-তে উল্লেখ করা আছে।

আমরা পুলিশ এবং আদালতের সাথে কাজ করি যেন নিশ্চিত করতে পারি যে আক্রান্ত অথবা সাক্ষীকে অবহিত করা হয়। দোষী ব্যক্তিকে পুলিশ অথবা আমাদরা জামিনের শর্তাবলীর পরিবর্তন অথবা জেলের অবস্থান জানিয়ে নিশ্চিত করি।

4 মামলাটি প্রমাণ করতে কী কী সাক্ষীপ্রমাণ প্রয়োজন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আমরা পুলিশের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করি এটি নিশ্চিত করতে যে পুলিশের অনুসন্ধান পুঙ্খানুপুঙ্খরুপে হয়েছে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের নজরে আনা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের অন্য সম্ভাব্য উপায় অনুসরণ করতে আমরা পুলিশকে পরামর্শ দিতে পারি।
এর মধ্যে থাকতে পারে একই আক্রান্ত ব্যক্তি বা একই সন্দেহভাজন অথবা একই স্থানকে নিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোর প্রতিবেদন দেখা। সকল ক্ষেত্রেই প্রসিকিউটরকে মামলার সাথে জড়িত অফিসারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে প্রাপ্তিসাধ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করা হয়েছে এটি নিশ্চিত করার জন্য এবং সেগুলো সিপিএস কে পাঠানো হয়েছে যাতে সম্পূর্ণভাবে আমরা মামলাটি পর্যালোচনা করতে পারি। এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে যদি পরিস্থিতিটি বারবার ঘটছে এমন কোন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আমরা সাবধানে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিব। আমরা চেষ্টা করব বিলম্ব না করে আদালতের মাধ্যমে মামলাগুলোকে এগিয়ে নিতে।

প্রায়ই অনেক বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের শিকার লোক নিজেই থাকে একমাত্র সাক্ষী। এর অর্থ হতে পারে যদি না বিবাদী অপরাধ স্বীকার করে নেয় অথবা সেখানে যদি জোরালো সহযোগী প্রমাণ না থাকে সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে হবে।

সে যাই হোক আমরা এটি মনে করব না যে ক্ষতিগ্রস্থকে আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ দেয়াটাই অপরাধ প্রমাণ করার একমাত্র উপায়। আমরা ক্ষতিগ্রস্থের সমর্থণে বা বিকল্প হিসেবে আর কী কী সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলো বিবেচনা করব।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি যখন কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় বা সে আর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে চায়না

কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি মামলার প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে পারে এবং আর কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে না চাইতে পারে। এর মানে এই নয় যে মামলাটি এমনি এমনি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে মামলার প্রতি তার সমর্থন প্রত্যাহার করার সেক্ষেত্রে আমাদের খোঁজ নিতে হবে কেন সে এরকম করছে। এর মধ্যে থাকতে পারে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য আদালতের শোনানীকে বিলম্বিত করা এবং সর্বোত্তম কর্মপন্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

আমরা নীম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবো:

- যদি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিব যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে লিখিতভাবে প্রত্যাহারের কারণ নেয় যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় আসল অভিযোগটি সঠিক ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্থকে সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য কোনরুপ চাপের মধ্যে ফেলা হয়েছে কিনা সেটি খোঁজে দেখা যায়, এবং

- আমরা পুলিশকে মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পর্কে এবং ক্ষতিগ্রস্থকে যদি আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় তাহলে সে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে সে সম্পর্কে তাদের মতামত জানানোর জন্য নির্দেশ দিব।

যখন ক্ষতিগ্রস্থের বক্তব্য- অভিযোগ উঠিয়ে নেবার পর পূর্বের বক্তব্যের মত একই না হয়, আমরা আশাকরি পুলিশ ক্ষতিগ্রস্থকে জিজ্ঞাসা করবে এ পরিবর্তন করা হল কেন সেটি ব্যাখ্যা করতে।

যদি ক্ষতিগ্রস্থ দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করে যে প্রথম বক্তব্য সত্য- আমরা প্রথমে বিবেচনা করবো তার সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া (প্রমাণিক পরীক্ষা) মামলাটি চালিয়ে যাওয়া **সম্ভব** কিনা এবং তারপর যদি সম্ভব হয় আমরা ক্ষতিগ্রস্থের সমর্থন ছাড়া / ক্ষতিগ্রস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে (জনস্বার্থ পরিক্ষা) মামলাটি চালিয়ে যাব কি না।

ক্ষতিগ্রস্থ কেন আর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে ইচ্ছুক নয় তার কারণ জানতে চাইবেন প্রসিকিউটর। বর্ণবাদী অথবা ধর্মীয় অপরাধের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে কারণ ক্ষতিগ্রস্থ এমন স্থানে বাস করে যেখানে তারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন মনে করে অথবা নির্দিষ্টভাবে অরক্ষিত (এবং আমরা সে বিচ্ছিন্ন বোধটি স্বীকার করি অথবা অরক্ষিত অবস্থা ক্ষতিগ্রস্থকে প্রথমেই ঘটনাটি জানানোকে নিরুৎসাহিত অথবা বিলম্বিত করেছে) যেখানে মামলাকে সমর্থন করা হবে ক্ষতিগ্রস্থকে আরো বিপদের অথবা ক্ষতির সম্ভাবনার মধ্যে ফেলা। এসব ক্ষেত্রে প্রসিকিউটর কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রতি সম্মান দেখাবেন অথবা ক্ষতিগ্রস্থের কাছে অন্যান্য যেসব সহায়তা আছে সেগুলো তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে তাদের উদ্বেগ[1] দমন করতে পারে।

আমরা যদি সন্দেহ করি যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অভিযোগ উঠিয়ে নেওয়ার জন্য অত্যন্ত চাপের মধ্যে ছিল অথবা ভীত ছিল আমরা পুলিশকে বলব আরো অনুসন্ধান করার জন্য। অনুসন্ধান নতুন অপরাধ বের করতে পারে উদাহরণত হয়রানি, স্বাক্ষীকে ভয় দেখানো, অথবা জামিনের শর্ত ভঙ্গ করা। যদি প্রয়োজন হয় আমরা আদালতকে বলব শুনানি বিলম্বে করার জন্যে যাতে মামলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করা যায়। যদি ক্ষতিগ্রস্থ অথবা স্বাক্ষী প্রত্যাহার করার কারণটি ভয় অথবা সন্ত্রস্ত করার উপর ভিত্তি করে হয়, প্রসিকিউটর তার সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনা করবেন এবং সিদ্ধান্ত নিবেন আরো অভিযোগ আনা উচিত কিনা উদাহরণ স্বরূপ স্বাক্ষীকে ভয় ভীতি প্রদর্শন করার কারণে।

মামলাটি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আমরা এই বিকল্পগুলো সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করবো। আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া জন্য ক্ষতিগ্রস্থের নিরাপত্তা অথবা অন্যান্য সম্ভাব্য অরক্ষিত ব্যক্তি হবে আমাদের প্রধান বিবেচনা।

ক্ষতিগ্রস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মামলা অব্যাহত রাখা

সাধারণত দোষ যত বেশী মারাত্বক (উদাহরণস্বরুপ কারণ ব্যবহৃত নিষ্ঠুরতার মাত্রা অথবা বাস্তব এবং ক্ষতিগ্রস্থকে অন্যদের চলমান ভয় প্রদর্শন) সম্ভাবনা ততই বেশী যে জনস্বার্থে আমরা মামলা দায়ের করব, এমনকি যদি ক্ষতিগ্রস্থ এটি করতে ইচ্ছুক নাও হয়।

1 প্রসিকিউটরের প্রতিজ্ঞা ঃ "ক্ষতিগ্রস্থের বিশেষ প্রয়োজন সমাধান করা এবং যেখানে দরকার সেখানে আদালতের নিকট উপযুক্ত আবেদন করে তাদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করা" এবং কোড অব প্র্যাকটিস ফর ভিকটিম অব ক্রাইম সেকশন- 7.8 বলে যে, সিপিএস প্রসিকিউটরদের সম্ভাব্য অরক্ষিত অথবা ভীত সন্ত্রস্থ স্বাক্ষীদের জন্য অবশ্যই বিশেষ পদক্ষেপের জন্য আবেদন বিবেচনা করতে হবে ।

যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ঠ অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে, আমরা মোটেই ক্ষতিগ্রস্থের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর না করে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে মামলা চলবে এবং মামলাটি প্রমাণ করতে ক্ষতিগ্রস্থের সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ

- ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তি আদালতে এসে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন না করেও ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বক্তব্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে আমরা আদালতের নিকট আবেদন করবো কিনা;
- ক্ষতিগ্রস্থকে সাহায্যের মাধ্যমে বিশেষ পদক্ষেপ ব্যবহার করে আদালতে যদি উপস্থিত করে আমরা মামলাকে নিয়ে অগ্রসর হতে পারি; এবং
- শারীরিকভাবে আদালতে উপস্থিত থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থকে বাধ্য করবো কিনা।

যেখানে ক্ষতিগ্রস্থ তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছে এই মামলাকে নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে এ সম্পর্কে প্রসিকিউটরকে নির্ভূল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পঠভূমি তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরুপ- প্রসিকিউশনের জন্যে যখন ক্ষতিগ্রস্থ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়- বর্ণবাদ বা ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত অপরাধের ক্ষেত্রে যখন কোন ক্ষতিগ্রস্থ মামলার জন্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তখন জনস্বার্থে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদেরকে কী কী বিষয় সাহায্য করে তার কিছু উদাহরণঃ

- অপরাধের গুরুত্ব;
- ক্ষতিগ্রস্থের আঘাত মানসিক না শারীরিক;
- যদি বিবাদী কোন অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে;
- আক্রমনের পূর্বে বা পরে যদি বিবাদী কোন ভয় দেখিয়ে থাকে ;
- যদি বিবাদী আক্রমনের পরিকল্পনা করে থাকে;
- বিবাদীর পুনরায় আঘাতের সম্ভাবনা;
- ক্ষতিগ্রস্থের বা অন্যকেউ যে জড়িত বা জড়িত হতে পারে তার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর অব্যাহত ভীতি প্রদর্শন;
- বিবাদীর সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্থের সম্পর্ক;
- বিবাদীর অপরাধমূলক ইতিহাস বিশেষত বর্নবাদ ও ধর্মের পূর্বের উপর ভিত্তি করে করা কোন অপরাধ; এবং
- অপরাধটি যদি এলাকার মধ্যে বিস্তার লাভ করে থাকে যে এলাকায় অপরাধটি ঘটেছে।

একজন প্রসিকিউটর একজন ক্ষতিগ্রস্থকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিবার জন্যে শুধু তখনই ডাকবেন উনি যদি পুলিশের সঙ্গে অথবা অন্য কোন জড়িত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মনে করেন যে সেটি করা দরকার।

আইন আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থকে মৌখিক সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবার জন্য না ডেকে ক্ষতিগ্রস্থের বক্তব্য আদালতে যেন ব্যবহার করা যায় তার অনুমতি দেয় কিন্তু শুধুমাত্র খুব সীমিত পরিস্থিতিতে। এর সিদ্ধান্ত আদালতের উপর নির্ভর করে এবং আদালত শুধুমাত্র তখনই অনুমতি দিবে যদি এটি ন্যায় বিচারের স্বার্থে হয়। যদি অপরাধের স্বাক্ষী একমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি হয় তাহলে ন্যায় বিচার যে করা হচ্ছে সে ব্যাপারে আদালতকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন হবে, যখন এই মামলার বিবাদী প্রধান স্বাক্ষীকে জেরা করতে পারে না।

যখন ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্বাক্ষীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ দেবার জন্যে আদালত হাজির হতে হয়। আমরা জানি তারা তখন খুব চিন্তিত থাকবে এবং তখন তাদের বাস্তবিক এবং আবেগিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। অনুচ্ছেদ 9 এ আমরা ব্যাখ্যা করেছি, তাদের ভয় দূর করে যাতে তারা সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করতে কতকগুলো পদক্ষেপ নিতে পারি আমরা।

নেপথ্যের তথ্য

খারাপ চরিত্র

কখনো কখনো তথ্যের ভিত্তিতে কোন লোক কোন অপরাধে অপরাধী হিসেবে ধরে নেওয়া হলেও সাক্ষ্যপ্রমান আইনের নিয়মের কারণে আদালতে তা ব্যবহার করা যাবে না। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নেই তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা মামলাটি নিয়ে অগ্রসর হতে পারবো কিনা।

বিবাদীর অপরাধ প্রমাণ করার জন্য যদি তথ্য ব্যবহার করা না যায়, এটি হতে পারে একটি নেপথ্যের তথ্য যা প্রসিকিউটরকে অপরাধটিকে প্রাসঙ্গিক রাখতে সাহায্য করবে। যদি মামলাটি অগ্রসর না হয় উদাহরণস্বরুপ, ক্ষতিগ্রস্থ বারবার আক্রমনের শিকার হতে পারে এবং কিছু পরিনতির জন্য সে স্পর্সকাতর হতে পারে যেমন- বিতাড়ন। কিছু তথ্য হাউজিং অথরিটি অথবা সেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে আসা প্রয়োজন হতে পারে। এই সকল তথ্যকে অবশ্যই পুলিশের দ্বারা সংগ্রহ করা হবে এবং সি পি এস প্রসিকিউটরকে দিতে হবে।

ক্ষতিগ্রস্থের ব্যক্তিগত বক্তব্য

প্রসিকিউটর এবং আদালতের জন্যে তথ্যের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ক্ষতিগ্রস্থের ব্যক্তিগত বক্তব্য। এই বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্থের দ্বারা তৈরি যা ব্যখ্যা করে তার জীবনের উপর অপরাধের পরিনতিটা কীরকম হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্থ বেছে নিতে পারে সে এ ধরনের বক্তব্য দিবে কিনা এবং সেটা করতে উইটনেস স্টেইটমেন্ট দেবার পর পর তাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ভিকটিম পারসোনাল স্টেইটমেন্ট বিচারের পূর্বে যে কোন সময় তৈরী করা যাবে এবং একাধিকবার করা যাবে। এটি ক্ষতিগ্রস্থের উপর অপরাধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের বিষয়ে যতবেশী তথ্য ধারণ করবে- সেটি ততবেশী সাহায্যকারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভিকটিম পারসোনাল স্টেইটমেন্ট প্রসিকিউরকে সহায়তা করে অপরাধের পরিনতি বুঝতে এবং সাহায্য করে সঠিক অভিযোগ গঠনে সিদ্ধান্ত নিতে। ক্ষতিগ্রস্থরা বলতে পারবে অভিযুক্তের জামিনের বিষয়ে তাদের কোন উদ্বেগ আছে কিনা, তারা ভীত কিনা, অথবা সন্ত্রস্থ কিনা এবং তারা কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে সাহায্য পেতে চায় কিনা।

যদি কোন ভিকটিম পারসোনাল স্টেইটমেন্ট থাকে আমরা আদালতকে সেটি জানাবো যাতে এটি আদালতকে শাস্তি ও জামিনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সাজা দেবার সময় কিভাবে ভিকটিম পারসোনাল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয় তার আরো তথ্য অনুচ্ছেদ 11 তে দেওয়া আছে।

9 ক্ষতিগ্রস্তদের এবং স্বাক্ষীদেরকে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে সাহায্য করা

মামলার বিচার করার সময় আমরা সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংবেদনশীলতার ব্যাপারটি মাথায় রাখার চেষ্টা করব।

একজন স্বাক্ষীকে আদালতে আনার পূর্বে স্বাক্ষীর পরিস্থিতি সম্পর্কে যতটুকু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব আমরা জানার চেষ্টা করব, যেমন শপথ নেয়ার জন্য কোন পবিত্র গ্রন্থটি উপযুক্ত হবে অথবা স্বাক্ষী যদি সত্যাপন ঘোষণা করতে চায়।

শুনানীর দিন অথবা সাক্ষাৎকার নির্ধারণ করার সময় আমরা বিভিন্ন বিষয় যেমন ধর্মীয় উৎসবগুলোর কথা বিবেচনা করবো।

স্বাক্ষী যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করবে অথবা আদালতে যাবে তখন যেন সে স্বস্তিবোধ করে সেজন্য বয়স, প্রতিবন্ধীতা, লিঙ্গ এবং লিঙ্গগত পরিচিতির সংবেদনশীলতার কথা মনে রাখা হবে।

বিশেষ ব্যবস্থা

কিছু ক্ষেত্রে আদালত হয়তো সাক্ষীকে “বিশেষ ব্যবস্থা” - এর সাহায্যে সাক্ষ্য দিতে বলতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে পুলিশ এবং পরে প্রসিকিউটর দ্বারা অনুসন্ধান করে নিতে হবে। উইটনেস কেয়ার অফিসার হয়তো এ অনুসন্ধানে কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারে কিন্তু এটা আদালতের উপর নির্ভর করে যে তা গ্রহণ করা হবে কিনা।

কোর্ড অফ প্র্যাকটিস ফর ভিকটিমস অব ক্রাইম এর 7.8 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সিপিএস আইজীবিদের অবশ্যই যারা বেশি অরক্ষিত অথবা যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এ রকম ক্ষতিগ্রস্থ লোক যাদেরকে প্রমাণ দেয়ার জন্য সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়েছে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ ব্যবস্থাগুলো ক্রাউন কোর্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট উভয় জায়গাতেই পাওয়া যায়। এগুলো নিম্নলিখিত সাক্ষীদের সাহায্য করার জন্যঃ

- 17 বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের জন্যে
- সাবালক (17 এবং এর উপরে), যারা নিজেদের অক্ষমতার জন্যে অরক্ষিত হিসাবে বিবেচিত যেমন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ[2] অথবা শিক্ষার অক্ষমতা সম্পন্ন; এবং
- সেই সব সাক্ষী যাদের সাক্ষ্যপ্রমান ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবর্তিত করার সম্ভাবনা আছে (উদাহরণস্বরুপ- যারা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে ভয় পায় অথবা সংকটাপন্ন)।

বিশেষ ব্যবস্থাগুলো ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা অরক্ষিত ও ভীতি প্রদর্শনের শিকার তাদেরকে যত সম্ভব কম চাপে এবং সবচেয়ে ভাল উপায়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে সাহায্য করবে।

অন্যান্য বিষয়সহ বিশেষ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

- আদালতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর ভিডিও ধারণকৃত বক্তব্য প্রদর্শণ (পুলিশের দ্বারা পূর্বে তদন্তের সময় গৃহিত);
- আদালতে সাক্ষী এবং বিবাদী যেন পরস্পরকে দেখতে না পায় সেজন্য পর্দা ব্যবহার করা;
- সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে আদালত কক্ষের বাইরে থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ দেয়া (কিন্তু বিবাদীরা সেটা নিজেরা দেখতে পাবে; এবং
- যৌন নিপীড়ন মামলা অথবা ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে জনসাধারণের গ্যালারি খালি করে দেওয়া।

আদালতের কাছে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলতে হবে এবং তা স্বয়ংক্রিয় নয় যে তা গৃহিত হবে।

---

2 এর মধ্যে থাকতে পারে এমন কোন লোক যে কোন বিশেষ অবস্থায় আছে যা তাকে মামলাটি চালাতে নিবৃত করবে যদি এই তথ্যটি ব্যপকভাবে প্রচার করা হয়।

যখন কোন সাক্ষীকে বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আদালতকে কিছু কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ঃ

- সাক্ষীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং নৃতাত্ত্বিক উৎস;
- স্বাক্ষীর ধর্মীয় বিশ্বাস; এবং
- সাক্ষীর প্রতি বিবাদী অথবা তার পরিবার বা সহযোগীদের আচরণ।

আদালতকে, সাক্ষী যদি কিভাবে সে সাক্ষ্য দিতে চায় সে ব্যাপারে তার মনোভাব ব্যক্ত করে তা বিবেচনা করতে হবে।

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং আদালত যদি মনে করে সে আরো অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করতে চায় তাহলে তা করা উচিত।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সাক্ষীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আবেদন করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে এ রকম সমস্ত তথ্য যা পাওয়া যা তা আমাদের কাছে আছে। সাধারনতঃ পুলিশ অথবা উইটনেস কেয়ার অফিসার আমাদেরকে এ তথ্য প্রদান করবে। কখনও কখনও এই তথ্য আমরা সাক্ষীর সাথে সরাসরি দেখা করে পেতে পারি।

সিপিএস এবং অরক্ষিত অথবা ভীত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের এবং সাক্ষীদের মধ্যে আলোচনা

যেখানে আমরা আদালতের কাছে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিব সেখানে আমরা পুলিশকে অনুসন্ধান করতে বলব যে সাক্ষী প্রসিকিউটরের সাথে দেখা করতে চায় কিনা।

এই ধরনের আলোচনাসভার উদ্দেশ্য হল একটি বিশ্বাস ও আস্থা তৈরী করা এবং সাক্ষীকে তার প্রয়োজন বিবেচনা করা হবে সেই ব্যাপারে পুনর্নিশ্চয়তা দিতে আমাদের সক্ষম করা। আমরা যদি সিদ্ধান্ত নেই বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন না করার জন্য সে ক্ষেত্রেও আমরা এই ধরনের আলোচনাসভার প্রস্তাব করব যাতে আমাদের সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করতে পারি। এই সভায় আসার জন্যে সাক্ষীকে একাকী আসতে হবে না। তারা তাদের সাথে একজন সঙ্গী, একজন আত্মীয়, একজন বন্ধু অথবা একজন সমর্থক আনতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সাথে যোগাযোগে সহযোগীতা করার জন্যে একজন অনুবাদকের অথবা এ ধরনের ব্যক্তির আলোচনায় উপস্থিত থাকা যথোচিত হতে পারে। যেখানে সম্ভব সিপিএস আইনজীবি এটা নিশ্চিত করবে যে যেই এডভোকেট বিচার পরিচালনা করবেন তিনি তার এবং সাক্ষীর মধ্যে আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন। সিপিএস আইনজীবি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে কোর্টের সাথে পরিচিত করানোর জন্যে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার

প্রস্তাবও করবেন।

অরক্ষিত ও ভীত সাক্ষীর সাথে আলোচনার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্য লিফলেটে দেয়া আছেঃ উইটনেস, ইয়োর মিটিং উইথ সিপিএস প্রসিকিউটর”। এই লিফলেটটি পাওয়া যাবে
CPS Communication Division, Rose Court, 2 Southwark Bridge, London SE1 9HSএ ঠিকানায় বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে
http://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/witnesseng.html

নাম গোপন রাখা

অনেক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও সাক্ষী তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বিশেষভাবে তাদের ব্যক্তিগত বিবরণ ও তথ্য নিয়ে শংকিত যে তা হয়তো জনসাধারণ জানতে পারে এবং তাদেরকে আরো আঘাত ও নাজেহাল হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে।

সাধারণতঃ এটা আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের মূলনীতি যে যাদেরকে অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত করা হবে তাদের অধিকার আছে অভিযোগকারীর নাম জানার। বেশির ভাগ অপরাধীর বিচার জনসাধারণের সামনে হয় এবং সাক্ষীর পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের রেকর্ডের বিষয়ে পরিণত হয়।

যাহোক সাক্ষীর ঠিকানা বিবাদীর কাছে ইতোমধ্যে জানা না থাকলে প্রকাশ করা হয় না (উদাহারণস্বরুপ যেখানে অপরাধ একজন প্রতিবেশী দ্বারা সংগঠিত) অথবা ব্যক্তিগত কারণে যদি প্রয়োজন না হয় আদালতের কার্য বিবরণীতে তা উল্লেখ করা হবে না।

আদালত কিছু পরিস্থিতিতে সাক্ষীকে খোলা আদালতে তার নাম প্রকাশ না করতে দিতে পারে। একটা বিষয় আদালত বিবেচনা করতে পারে যে যদি কোন একজন সাক্ষীর নাম প্রকাশ করা হয় ভবিষ্যতে একই মামলার অন্যান্য সাক্ষীদের কাছ থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড়ের উপায়টি আরো দুঃসাধ্য হয়ে যাবে কিনা।

যারা গুরতর যৌন নিপীড়নের স্বীকার তাদের আইন অনুসারে তাদের নাম আদালতে দেয়ার পরেও সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না করার অধিকার আছে।

অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা আছে সংবাদ মাধ্যমকে সাক্ষীর ব্যক্তিগত বিবরণ প্রকাশে নিষেধ করার। যদি তা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে সাক্ষীর প্রমাণ ও সহযোগীতার মান হ্রাস করে কারণ এই মামলায় সাক্ষী হিসাবে পরিচিত হতে সে ভয় পায়। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের অধিকার আছে উন্মুক্ত প্রতিবেদনের স্বার্থে এই ধরনের তথ্য প্রকাশ না করার উপর আদালতের আদেশের বিরোধীতা করার।

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের জন্য সহযোগীতা

ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের জড়িত হয়ে পড়ার জটিল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং সাক্ষীদেরকে সাহায্য করার সকল বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সিপিএস সম্পূর্ণভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা এটা স্বীকার করি যে বর্ণ ও ধর্ম দ্বারা প্রকোপিত অপরাধের শিকার যারা তারা ঘটনাকে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক কারণ ভয় অথবা অবিশ্বাস অথবা এই সিস্টেমে যারা জড়িত তাদের সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে।

উদ্যোগসমুহ যেমন বিশেষ ব্যবস্থা, সিপিএস এবং অরক্ষিত ও ভীত সাক্ষীদের আলোচনা সভাগুলো এবং সিপিএস এর স্টাফ নিয়ে গঠিত নিবেদিত প্রাণ উইটনেস কেয়ার ইউনিট এবং পুলিশরা সকলে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের অন্তর্গত ক্ষতিগ্রস্থদের আস্থা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। একেবারে শুরু থেকে পুলিশ এবং অন্যান্য সহকারী এজেন্সী থেকে সহায়তা পাওয়া যায় যা কিনা বিচার চলাকালীন পুরোসময়টাতেই পাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ও ক্রাউন কোর্ট সেন্টারগুলোর উইটনেস সার্ভিস আছে যা ভিকটিম সাপোর্ট থেকে প্রদান করা একটা সেবা, এ সেবা সম্পর্কিত আরো তথ্য স্থানীয় পুলিশ অথবা স্থানীয় ভিকটিম সাপোর্ট গ্রুপ থেকে পাওয়া যাবে [টেলিফোন নং- 08453030900] কিছু কিছু আদালতের আবার বিশেষজ্ঞ চাইল্ড উইটনেস সার্ভিস আছে।

উইটনেস সার্ভিসের সদস্যরা আদালতের পূর্বে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে একটি পূর্বপরিচিতি মূলক ভ্রমণের আয়োজন করতে পারবে এবং আদালতে কী ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। তবে মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার অনুমতি তাদের নেই।

আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কারো যদি অনুবাদকের প্রয়োজন হয় তবে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নিশ্চিত করব।

যখন কোন সাক্ষী কোর্টে উপস্থিত হয় তখন সিপিএস- এর আইনজীবি যে এ মামলা উপস্থাপন করছে অথবা সিপিএস কেস ওয়ার্কার তাদের নিজেদেরকে পরিচিত করবে। এবং সাক্ষীর যদি কোন সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে তবে তার উত্তর দিবে। সাক্ষীর সাথে মামলা সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করার অনুমতি তাদের কারো নেই।

কখনও কখনও যে ব্যক্তি মামলা চালাচ্ছে সে একজন ব্যারিস্টার (কাউন্সিল নামেও পরিচিত) অথবা একজন সলিসিটার হতে পারে। যে সিপিএস এর সদস্য নয় কিন্তু যাকে আমরা আদালতে মামলাটি উপস্থাপনের জন্যে নিয়োগ করেছি। আমরা আশা করি আমাদের নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যারিস্টার অথবা সলিসিটার আমাদের নীতি এবং কার্যপ্রণালীর সাথে পরিচিত থাকবে এবং সে অনুসারে কাজ করবে।

আমরা সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত থাকার জন্যে ন্যায্য খরচ প্রদান করব।

যদি কোন সাক্ষীকে অপেক্ষা করানো হয় তাহলে আমরা নিশ্চিত করব তাদেরকে যাতে বিলম্বের কারণ জানানো হয় এবং কখন তাদেরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজন হবে তার আনুমানিক সময় বলে দেওয়া হবে।

যেখানে সম্ভব আমরা মামলার সাক্ষীদের জন্য পৃথক থাকার সুবিধা নিশ্চিত করার চেষ্টা করব যেন বিবাদী অথবা তার বন্ধু অথবা পরিবারের সাথে সাক্ষীর মিশতে না হয় এবং বিপরীত পক্ষের জন্যও অনুরূপ করা হবে।

প্রসিকিউটরের অঙ্গীকার

এটি একটি দশটি পদের অঙ্গীকার যেটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি প্রসিকিউটরদের কাছ থেকে কী পর্যায়ের সেবা আশা করতে পারে সেটি ব্যাখ্যা করে। এই প্রসিকিউটরস্ প্লেজ অবশ্যই নিশ্চিত করবে যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং সাক্ষীর বিশেষ প্রয়োজনগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া হচ্ছে; যে তাদেরকে আদালতে তাদের লিখিত বক্তব্য ও ভিডিও ধারণকৃত সাক্ষাৎকারের স্মৃতি উজ্জীবিত করার জন্য সহযোগীতা করা হবে; এবং তাদের তাদের চরিত্রের উপর অন্যায্য ও অপ্রাসঙ্গিক আক্রমন থেকে তাদেরকে সুরক্ষা করা হবে।

প্রসিকিউটরস্ প্লেজ আমাদের ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবেঃ
http://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/prosecutor_pledge.html

10 অপরাধের দোষ স্বীকার এর কৈফিয়ত গ্রহণ

যখন মামলায় কোন বর্ণ বা ধর্মীয় উপাদান প্রমান করার কোন সাক্ষ্যপ্রমান পাওয়া যাবে আমরা সেই প্রমানাদি মামলা চলাকালীন সময়ে অথবা যখন আদালত শাস্তি বিবেচনা করছে তখন আদালতের সামনে উপস্থিত করা নিশ্চিত করব।

এর মানে হলো যখন কোন প্রকোপিত অপরাধের অভিযোগ উঠবে **আমরা মূল অপরাধে কোন এককভাবে দোষ স্বীকারের কৈফিয়ত গ্রহণ করব না যদি না এটা করার অন্য কোন সঠিক কারণ থাকে।** উদাহারণস্বরুপ যেখানে অপরাধের প্রকোপিত উপাদান সমূহ যা সাক্ষ্যপ্রমান হিসাবে প্রয়োজন তা আর পাওয়া যাচ্ছে না অথবা যেখানে আদালত প্রমাণাদি দেবার অনুমতি নাকচ করেছে।

যখন আমরা কৈফিয়ত গ্রহণের ব্যপারটি বিবেচনা করব আমরা তা এটর্নি জেনারেলস্ 2005 গাইড লাইনের আইনগত বাধ্যবাধকতা অনুসারে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তির পরিবারের সাথে যখন সম্ভব আলোচনা করব যেন আমরা আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারি এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইচ্ছাকে বিবেচনায় এনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য পেতে পারি। আমরা আদালতে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হলে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবগত রাখব এবং আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করব।

অপরাধের দোষ স্বীকারের কৈফিয়তের ভিত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি তা বিভ্রান্তিকর ও অসত্য ঘটনার উপর হয় এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির স্বার্থ যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে।

11 সাজা

বর্ণ অথবা ধর্মীয় প্রকোপের সাক্ষ্যপ্রমাণ মামলাকে আরো বেশি গুরুতর করে তুলে এবং আদালতের একটা দায়িত্ব আছে পালন করার এটা বিবেচনা করে যখন অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হয় এবং এটা নিশ্চিত করা যে তা করা হয়েছে। আমরা একটা মামলাকে বর্ণবাদ এবং ধর্মীয় প্রকোপের প্রমাণ বাদ দিয়ে কম গুরুত্ব পূর্ণ করব না। তারপরও আমরা শুধু মাত্র আদালতের সামনে আইনের অনুমতি অনুসারে উপাদান সমুহ পেশ করতে পারব এবং তা যদি মামলার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। আমরা এটা নিশ্চিত করব যে আদালতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য তার কাছে আছে।

ক্রাউন কোর্টের সামনে পেশ করা সমস্ত মামলা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে পেশ করা মামলাগুলোর ক্ষেত্রে যেখানে প্রসঙ্গগুলো জটিল এবং ভুল বুঝার অবকাশ রয়েছে সেখানে আমরা কৈফিয়ত ও

শাস্তির দলিলাদির সেট প্রদান করি, যার মধ্যে বর্ণিত আছেঃ

- অপরাধ প্রকোপিত ও প্রশমিত করার উপাদানগুলো (ব্যক্তিগত প্রশমন নয়);
- অপরাধী এবং অপরাধের সাথে সম্পর্কিত যে কোন সংবিধিবদ্ধ শর্ত বিবেচনা করা যেন বিচারক যে কোন শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ থাকেন;
- সম্পর্কযুক্ত যেকোন শাস্তির নির্দেশাবলী অথবা

নির্দেশিত মামলাসমুহ;

- ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির উপর অপরাধের প্রভাব নিরুপন করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিবরণী অথবা অন্যান্য তথ্য যা মামলাকারী এডভোকেটের কাছে পাওয়া যায় সেগুলোকে চিহ্নিত করা ;
- যেখানে উপযুক্ত সেখানে সমাজের উপর অপরাধের প্রভাবের প্রমাণ; এবং
- যেখানে প্রযোজ্য কোনো সহায়ক আদেশের জন্য আবেদন করার উদ্দেশ্য সম্মন্ধে কোন ইঙ্গিত, যেমন অসামাজিক আচরণ আদেশ, বাজেয়াপ্ত করনের আদেশ এবং যতটুকু সম্ভব অন্যান্য আদেশের স্বরূপের ইঙ্গিত।

যখন কোন বিবাদী অপরাধের জন্য দোষ স্বীকার করে অথবা অপরাধী হিসাবে পাওয়া যায় তখন আদালতকে শাস্তি চাপিয়ে দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের জরিমানা বেছে নিতে হয়। জরিমানাগুলো পুনর্বসিন মূলক হতে পারে, সামাজিক শাস্তি হতে পারে, জরিমানা, “বাইন্ড ওভারস” অথবা জেল।

শাস্তির পূর্বে একজন বিবাদী প্রশমিত করার আবেদন করতে পারে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির চরিত্র যদি অন্যায্য ভাবে আক্রান্ত হয় তবে আমরা প্রতিরক্ষা প্রশমনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করব[3]।

যদি কোন বিবাদী কোন অপরাধের দায় স্বীকার করে অথবা দোষী সাব্যস্ত হয় কিন্তু বিচারের সাথে দ্বিমত পোষন করে যে অপরাধটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বর্ণ বা ধর্ম অথবা অনুমিত বর্ণ বা ধর্মের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শনের ভিত্তিতে প্রকোপিত হয়েছে, তখন বিচারক অথবা ম্যাজিস্ট্রেটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, প্রকোপিত করার বৈশিষ্ঠ্যগুলো প্রমানিত হয়েছে কিনা। বাদী পক্ষকে অবশ্যই সাক্ষীকে ডাকতে হবে যে, এই শত্রুতার প্রমাণ দিতে এবং বিবাদী আদালত সিদ্ধান্ত নিবার আগে জেরা করতে পারবে। এই প্রক্রিয়াটিকে একটি “নিউটন হিয়ারিং” বলে। শুনানি শেষে আদালতকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে এইসব সাক্ষ্যপ্রমানাদি শুনার পর যে অপরাধটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির বর্ণ বা ধর্ম বা অনুমিত বর্ণ বা ধর্মের উপর শত্রুতার ভিত্তিতে প্রকোপিত হয়েছে। যদি তাই হয় তবে আদালতকে সাজা দেওয়ার সময় এই অপরাধকে আরো গুরুত্ব দিতে হবে।

আমরা আদালতকে তথ্য দিব তাকে সহায়তা করার জন্য যেন আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আদালত কি প্রধান সাজার[4] সাথে আরো কোন আদেশ জারি করবে কিনা যা করার ক্ষমতা আদালতের আছে। এর
অন্তর্গত হলো যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতি, আঘাত অথবা নষ্টের[5] জন্য ক্ষতিপূরণের আদেশ জারি করা।

সমস্ত মামলায় কী সাজা দেয়া হবে এটা ‘ম্যাজিস্ট্রেট’ অথবা বিচারক একা সিদ্ধান্ত নিবেন। সীমিত সংখ্যক কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে (এবং শুধুমাত্র যেখানে বিবাদীকে ক্রাউন কোর্টে শাস্তি দেয়া হয়েছে) আমাদের অধিকার আছে অ্যাটর্নী জেনারেলকে শাস্তি পরিবর্তনের কথা বলার। যদি আমরা বিশ্বাস করি তা অনুচিতভাবে নমনীয় হয়েছে। একটি অনুচিতভাবে নমনীয় সাজা হচ্ছে সেটিঃ *“যেখানে এটা সাজার সীমা বহির্ভূত যা বিচারক সমস্ত সম্পর্কযুক্ত উপাদান মনে রেখে যথাযথ যুক্তিসম্মত বলে বিবেচনা করেন।”* যে কেউ, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবার তারা নিজে অ্যাটর্নী জেনারেলের কাছে সরাসরি এই বিচার দৃষ্টিগোচর করাতে পারে যদি তারা মনে করে যে এতে অনুচিত নমনীয়তা দেখানো হয়েছে। সেখানে অবশ্য 28 দিনের একটি কঠোর সময়সীমা রয়েছে (শাস্তির দিন থেকে) যার মধ্যে অ্যাটর্নী জেনারেলকে আদালতে অবশ্যই আপীল করতে হবে।

---

3. প্রসিকিউটর্স প্লেজ: “ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির চরিত্রের উপর অনাকাঙ্খিত বা অপ্রাসঙ্গিক আক্রমন করা হলে তাদেরকে রক্ষা করা হবে এবং আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করা হবে যখন জেরাকে অনুপযুক্ত এবং অত্যাচার মনে হবে।”

ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নিজস্ব বিবরণ (ভিকটিমস পারসোনাল স্টেটমেন্ট)

ভিকটিমস পারসোনাল স্টেটমেন্ট হলো অপরাধের শিকার যে ব্যক্তি তার উপর অপরাধের প্রভাব ব্যাখ্যা করে তৈরী একটি বিবরণী। বিবরণীতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আলোচনা করবে কিভাবে সে এই অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা মামলা চলাকালীন তাদের ইচ্ছা ও প্রয়োজনের কথা বলতে পারবে এবং অপরাধের ফলস্বরূপ কোন কিছু যদি তাদের বিচলিত করে সেটা তারা বলতে পারবে, উদাহরণ স্বরূপ, নিরাপত্তা, ভীতসন্ত্রস্থতা ও জামিন বিষয়ে। তারা মামলা চলাকালীন তাদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে পারেন (অথবা সহযোগিতার অভাবের কথা) এবং যেকোন সাহায্য সংস্থা থেকে সাহায্যের অনুরোধ করতে পারেন। এইভাবে আদালত শুধুমাত্র অপরাধ নয় কিন্তু কিসের প্রেক্ষিতে অপরাধটি হয় তাও বঝুতে পারবে। এই বিবরণীটি ঐচ্ছিক, এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে যে সে এ ধরনের কোন বিবরণী লিখতে চায় কিনা অথবা এই বিবরণী লিখতে তার পরিবারের কোন সদস্যের সাহায্য বা একজন সাপোর্ট ওয়ার্কারের সহযোগিতা লাগবে কিনা। এই বিবরণী যেকোন সময় লেখা যায় এবং একটির বেশী বিবরণী লেখা যায়। একজন আক্রান্ত ব্যক্তি পুলিশকে অথবা সিপিএস আইনজীবিকে ভিকটিম পারসোনাল স্টেটমেন্ট কী তার উপর প্রচারপত্রের জন্য ও তা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারে।

আমরা ভিকটিম পারসোনাল স্টেটমেন্টে উল্লেখিত যেকোন তথ্য বিবেচনা করব এবং অপরাধের দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি কিভাবে অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা আমরা আদালতকে জানাবো। এই বিবরণী আমরা মামলার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতে পারি, উদাহরণস্বরূপ যখন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে আদালতকে জামিন না মঞ্জুর অথবা জামিনে শর্তারোপ করতে বলা হবে কি না।

4 কোড অফ প্রাকটিস ফর ভিকটিমস অফ ক্রাইম, অনুচ্ছেদ 7.12 বলে যে উইটনেস কেয়ার ইউনিট থেকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে যদি সিপিএসের কাছে পাঠানো হয় তাহলে সাজা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থের কোন প্রশ্ন থাকলে সিপিএসকে অবশ্যই তার উত্তর দিতে হবে।(যদি উইটনেস কেয়ার ইফনিট ক্ষতিগ্রস্থের প্রশ্নের উল্টর দিতে অপারগ হয়)

5 প্রসিকিউটরস প্লেজ: “ দোষী সাব্যস্থ করার সময় ক্ষতিগ্রস্থের জন্য ক্ষতিপূরণ, ফেরত প্রদান বা ভবিষ্যতে তাকে রক্ষা করার জন্য আবেদন করবে”

12 ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জানিয়ে রাখা

আমরা জানি ক্ষতিগ্রস্থের পক্ষে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জেনে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিত উইটনেস কেয়ার ইউনিটগুলো এখন ক্ষতিগ্রস্থদেরকে এবং সাক্ষীদেরকে আদালতে শুনানীর তারিখ বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি জানানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।
প্রত্যেক সিপিএস এলাকায় আমাদের উইটনেস কেয়ার ইউনিট আছে এবং সেগুলো যৌথভাবে সিপিএস এবং পুলিশের দ্বারা পরিচালিত হয়। উইটনেস কেয়ার অফিসারেরা প্রত্যেক সাক্ষীকে একক একটি যোগাযোগের স্থান এবং যার যেমন প্রয়োজন তেমন সহায়তা প্রদান করা হয় যাতে তারা তাদের সর্ব্বোত্তম সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারেন সেটি নিশ্চিত করার জন্য। এই যার যেমন প্রয়োজন তেমন সহায়তাটি একটি প্রয়োজন মূল্যায়ণের উপর ভিত্তি করে করা যেটি সাক্ষীর কোন বিশেষজ্ঞ সহায়তা দরকার কিনা সেটি চিহ্নিত করতে পারে।

উইটনেস কেয়ার ইউনিট অফিসারেরা বিবাদিকে অভিযুক্ত করার পর থেকে সর্বশেষ শুনানী পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থের জন্য সেবার ব্যবস্থা করবে।

অপরাধে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কোড অব প্রাকটিস

এই কোডগুলো ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি সিপিএসের কী কী বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করেছে। সেই বাধ্যবাদকতার একটি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থকে জানানো আমরা যদি সিদ্ধান্ত নেই যে মামলা করার জন্য যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই(পুলিশের কাছ থেকে সাক্ষ্যপ্রমানের একটি পূর্ণ প্রতিবেদন পাওয়ার পর), বা আমরা যদি কোন মামলা বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নেই, বা উল্লেখযোগ্যভাবে আমরা অভিযোগকে পরিবর্তন করি। এ ধরণের পরিস্থিতিতে, আমরা ক্ষতিগ্রস্থের কাছে আমাদের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করবো। সাধারণত আমরা এটি ক্ষতিগ্রস্থের কাছে সরাসরি একটি চিঠির মাধ্যমে করবো। কিছু কিছু পরিস্তিতিতে কোন কোন মামলা হয়তো খুব তাড়াতাড়ী শেষ হয়ে যেতে পারে এবং আমরা হয়তো সবসময় মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবোনা। যাইহোক, ক্ষতিগ্রস্তকে মামলা শেষ হয়ে গেলেও ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্থ লোক যদি নাজুক বা ভীত হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে এক কর্মদিবসের মধ্যে জানাবো, অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য পাঁচ কর্মদিবস লাগবে।

যেসব ক্ষেত্রে বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অপরাধ জড়িত যে প্রসিকিউটর অভিযোগ বাদ দেওয়া বা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করবেন। যেখানে একজন প্রসিকিউটর পুলিশ অফিসারের সাথে মুখোমুখী সাক্ষাতের পর অভিযোগ দায়ের না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন(সাক্ষ্যপ্রমানের লিখিত পূর্ণ প্রতিবেদন যখন নেই), সে পুলিশ অফিসার সেটি ক্ষতিগ্রস্থকে অবশ্যই জানাবেন।

কোড অব প্রাকটিস ফর ভিকটিমস অফ ক্রাইমের কপি নীচের ঠিকানায় পাওয়া যাবে
CPS Communication Division, Rose Court, 2 Southwark Bridge,
London SE1 9HS
অথবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে
http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/victims_code.pdf

13 বর্ণবাদী এবং ধর্মীয় অপরাধ পর্যবেক্ষণ

বর্ণবাদী বা ধর্মীয় ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত মামলাগুলো চালু রাখার ব্যাপারে গৃহিত সিদ্ধান্তগুলোকে এবং দায়ের করা মামলাগুলোর ফলাফল আমরা নথিবদ্ধ করি। উপরন্তু, ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধগুলোকে ডিরেক্টর'স প্রিন্সিপাল লিগ্যাল এ্যাডভাইজারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে পেশ করা হয় যাতে তিনি মামলার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তার নিজের মতামত দিতে পারেন।

আমরা বর্ণবাদী বা ধর্মীয় কারণে প্রভাবিত অপরাধের উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি যার মধ্যে 1999 সাল থেকে সমস্ত স্থানীয় এবং জাতীয় পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। সিপিএস রেইসিস্ট এন্ড রিলিজিয়াস ইনসিডেন্ট মনিটরিং স্কিম(আরআইএমএস) এর বার্ষিক প্রতিবেদনটি একটি পাবলিক ডকুমেন্ট(জনগণের দলিল) এবং আমাদের কমিউনিকেশন ব্রাঞ্চ বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে এটি পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিবেদনটি আমাদেরকে পুলিশ থেকে পাঠানো কয়েকটি মামলা, মামলা রজ্জু করা হবে কিনা সে ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত, অভিযোগ অব্যাহত আছে বা শেষ হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে দাখিল করা অভিযোগের ফলাফল, ইয়ুথ কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্ট এবং যেসব সাজা দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তথ্য দেয়।

2006-2007 সালে সিপিএস একটি হেইট ক্রাইম মনিটরিং প্রজেক্ট করে। যার কাজ হচ্ছে ঘৃণা প্রসূত অপরাধকে ইলেক্ট্রনিক্যালি নথিবদ্ধ করাকে উন্নত করা যেটি সিপিএসকে প্রকাশ্যে ঘৃণাপ্রসূত অপরাধের উপাত্ত নিয়ে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করতে সমর্থ করে। 2008-2009 এর পর থেকে সিপিএস একটি এ্যানুয়াল হেইট ক্রাইমস রিপোর্ট বের করবে যার মধ্যে থাকবে বর্ণবাদী বা ধর্মীয় অপরাধের উপর কী কার্য সম্পাদন করা হয়েছে তার উপাত্ত (তার সাথে থাকবে অন্য ঘৃণা প্রসূত অপরাধের উপর কার্য সম্পাদনের উপাত্ত)। এই এ্যানুয়াল হেইট ক্রাইম রিপোর্ট বার্ষিক আর আই এম এস রিপোর্টকে প্রতিস্থাপন করবে।

আর কী কী উপাত্ত সিপিএস নথিবদ্ধ করবে এব্যাপারে ভিতরের ও বাইরের নানা কমিউনিটির সাথে সিপিএস আলোচনা করেছে। নীচের প্রধান অগ্রাধীকার এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং এপ্রিল 2007 থেকে এগুলো নথিবদ্ধ করা হবে:

- সকল অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের ধর্ম এবং বিশ্বাস নথিবদ্ধ করা হবে(আমরা এ্যাসোসিয়েশন অব চিফ পুলিস অফিসার্স দের কাছ থেকে তারা যে মনিটরিং ফর্ম ব্যবহার করেন সেটি পরিবর্তনের জন্য সম্মতি পেয়েছি);
- বর্ণবাদী অপরাধ এবং ধর্মীয় অপরাধকে আলাদা আলাদা নথিবদ্ধ করা হবে;
- সে সব মামলার সংখ্যা নথিবদ্ধ করা হবে যেখানে চরম উপাদানকে বাদ দেওয়া হয়েছে; এবং
- সেসব সাজাকে নথিবদ্ধ করা যেগুলো চরম অপরাধের কারণে প্রভাবিত হয়েছে।

দ্য কোড অফ প্রাকটিস ফর ভিকটিমস অফ ক্রাইম সিপিএস এর উপর নতুন দায়িত্ব এবং বাধ্যবাদকতা অর্পণ করেছে। বর্ণবাদী এবং ধর্মীয় অপরাধকে পর্যবেক্ষণ এবং কালো এবং সংখ্যালঘু জাতীগত ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের উপর তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে আমরা আমাদের উপর দেওয়া বাধ্যবাধকতা পালন করতে আমাদের সাহায্য করবে এবং আমরা যাতে সমস্ত অপরাধের শিকারদের জন্য মানসম্মত সেবা প্রদান করতে পারি সেটি নিশ্চিত করবে।

সমস্ত সিপিএস এলাকার সমন্বয়ে আমরা একটি হেইট ক্রাইম স্ক্রুটিনি প্যানেল তৈরী করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি যেটি আমরা কীভাবে ঘৃণা প্রসূত অপরাধ পরিচালনা করছি তার কার্যকারিতার ফলাফল তুলে ধরবে।

14 কমিউনিটির সাথে জড়িত হওয়া

জাতীগত সংখ্যালঘু দলগুলোর সাথে অনুকূল সম্পর্ক গড়ার জন্য কমিউনিটির সাথে কাজ করার গুরুত্বের বিষয়টি আমরা স্বিকার করছি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই নীতি বিবরণী প্রকাশ করাটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
এটি প্রস্তুত করার জন্য আমরা ব্যাপকভাবে পরামর্শ করেছি এবং প্রকাশের পরেও এটিকে আমরা পর্যালোচনা করবো। আমরা এই নীতিকে বাস্তবায়ন করবো এবং তার মাধ্যমে আমরা যে কাজ করি ও সিদ্ধান্ত নিই তাতে স্থানীয় কমিউনিটির আস্থা অর্জন করবো।

আমরা ইতোমধ্যেই স্থানীয়ভাবে কালো এবং জাতীগত সংখ্যালঘু এবং ধর্মীয় কমিউনিটিতে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এবং ব্যক্তির মাধ্যমে গভীর সংযোগ স্থাপনের জন্য কাজ করছি। এটি আমাদেরকে নীতি বিবরণী এবং অপরাধের বিচার ব্যবস্থায় এটি কীভাবে কাজ করবে সেটি ব্যাখ্যা করতে আমাদেরকে সাহায্য করে। আমরা খোলাখুলিভাবে সিপিএস এবং অপরাধ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে যেকোন প্রশ্নের উত্তর এবং কী করা হবে এ সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের উত্তর কোন রকম মেকি আশাবাদ প্রদর্শণ ব্যতিরেকেই দিব।

15 অভিযোগ

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস এর আচরণের উপর কারো কোন অভিযোগ যদি থাকে বা কেউ যদি মনে করেন যে অপরাধ বিচার ব্যবস্থা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তিনি জানেন না কে এজন্য দায়ী হতে পারে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সিপিএস এলাকার যেখানে বাস করেন সে এলাকার চিফ ক্রাউন প্রসিকিউটরকে লিখতে পারেন। ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের একটি অভিযোগ নীতি আছে, কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে সেগুলোর বর্ণনা রয়েছে এমন একটি প্রচারপত্র স্থানীয় সিপিএস অফিসে পাওয়া যাবে।

সিপিএস-এ কোথায় কোথায় যোগাযোগ করবেন সে তথ্য এই দলিলের পিছনের প্রচ্ছদে আছে।

16 শেষকথা

অপরাধীদেরকে বিচারের সম্মুখীন করে বর্ণবাদী এবং ধর্মীয় অপরাধকে কমানোর জন্য আমাদের ভূমিকা পালনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু আমাদের কাজ ভালো করে করার জন্য আমাদের সাহায্য দরকার। আমরা চাই জাতীগত সংখ্যালঘু কমিউনিটি এবং ধর্মীয় দলগুলো যেন আমাদের উপর আস্থা রাখে। আমরা আশা করি এই সরকারী নীতি বিবরণী এবং এর সাথের নির্দেশণা আমরা যা করি, যেভাবে আমরা করি, কেন করি এবং আরো কিছু বাধা যেগুলো আমরা মোকাবেলা করি, সেগুলো বুঝার জন্য সমাজের সকল সদস্যকে সাহায্য করতে একটি সূচনা হিসেবে কাজ করবে।

আমরা এই নীতি বিবরণীকে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে চাই যাতে এটি আমাদের বর্তমান আইন এবং কমিউনিটির উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে। আমাদের এই লক্ষ্য অর্জণ করার জন্য সাহায্য করতে যেকোন ধরণের পর্যবেক্ষণকে আমরা স্বাগত জানাই।

এ্যানেক্স A

বর্ণবাদী ও ধর্মবাদী অপরাধের মামলা দায়ের করতে ব্যবহৃত আইন

বর্ণবাদী ও ধর্মীয়ভাবে প্রকোপিত অপরাধসমুহ- ক্রাইম এন্ড ডিসর্ডার এ্যাক্ট 1998(এ্যান্টি টেররিজম, ক্রাইম এন্ড সিকোরিটি এ্যাক্ট 2001 দ্বারা সংশোধিত)

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি- প্রকোপিত অবস্থা	সর্বোচ্চ শাস্তি- সাধারণ অবস্থা	মন্তব্য
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত আঘাত (s.29(1)(a) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ক্রাউন কোর্ট-5 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত আসল শারীরিক আঘাত (s.29(1)(b) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ক্রাউন কোর্ট-5 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত সাধারণ আক্রমণ (s.29(1)(c) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-2 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	সাধারণভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করা যাবে
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত ক্ষতি (s.30(1)(c) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-14 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ক্রাউন কোর্ট-10 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-3 মাস	£5000 কম মূল্যের অপরাধ হলে কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার বিচার হবে

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি- প্রকোপিত অবস্থা	সর্বোচ্চ শাস্তি- সাধারণ অবস্থা	মন্তব্য
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত ভয়/সহিংসতার জন্য উসকানী (s.31(1)(a) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-2 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	সাধারণভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করা যাবে
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত উদ্দেশ্যমূলক হয়রানি/বিপদসংকেত/ মনোকষ্ট ‘ (s.31(1)(b) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-2 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	সাধারণভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করা যাবে
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত হয়রানি/বিপদসংকেত/ মনোকষ্ট (s.31(1)(c)CDA)	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত -লেভেল 4 পর্যন্ত জরিমানা	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-লেভেল 3 পর্যন্ত জরিমানা	কেবল মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট আদলতে বিচার করা যাবে সাধারন বা প্রকোপিত ধরনে। প্রকোপিত এবং সাধারণ উভয় অপরাধের জন্য জরিমানা দেওয়া দরকার
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত হয়রানি/সহিংসতার ভয় না দেখিয়ে অনুসরন করা (s.32(1)(a) CDA)	ক্রাউন কোর্ট-2 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবল মাত্র ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার করা যাবে সাধারন বা প্রকোপিত ধরনে। আদালত উভয় ধরণের অপরাধের জন্যই নিয়ন্ত্রন আদেশ দিতে পারে।

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি- প্রকোপিত অবস্থা	সর্বোচ্চ শাস্তি- সাধারণ অবস্থা	মন্তব্য
বর্ণবাদী/ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত হয়রানি/সহিংসতার ভয় দেখিয়ে অনুসরন করা (s.32(1)(b)CDA)	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	ক্রাউন কোর্ট-5 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	আদালত সাধারন বা প্রকোপিত উভয় ধরণের অপরাধের জন্যই নিয়ন্ত্রন আদেশ দিতে পারে।

2 বর্ণবাদী ঘৃণা ছড়ানোর জন্য উসকানী-সেকশন 17-29 পাবলিক অর্ডার এ্যাক্ট 1986

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি	মন্তব্য
s.18 হুমকি/গালিগালাজ/ অপমানজনক শব্দ বা ব্যবহার বা লিখিত জিনিস প্রদর্শণ বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.19 লিখিত জিনিস প্রকাশনা/ বিতরণ করা যেগুলো হুমকিপূর্ণ/আপত্তিকর/ অপমানজনক এবং বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.20 হুমকি/গালিগালাজ/ অপমানজনক শব্দ বা ব্যবহার আছে এমন নাটকের প্রদর্শনি করা যা বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.21 দর্শনীয় ছবি বা শব্দের বিতরণ/প্রদর্শণ/ বাজানো যেগুলো হুমকিপূর্ণ/ গালিগাজপূর্ণ যা বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি	মন্তব্য
s.22 ক্যাবল প্রোগ্রামে হুমকি/ গালিগালাজপূর্ন/ অপমানজনক দর্শনীয় ছবি বা শব্দ প্রচার করা বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.23 বর্ণগতভাবে আপত্তিকর জিনিষ নিজের কাছে রাখা/ প্রদর্শণ করা/ প্রকাশ ও প্রচার বর্ণবাদী ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।

3. ধর্মীয় ঘৃণাতে উসকানী দেওয়া-সেকশনস 29B-29G
পাবলিক অর্ডার এ্যাক্ট 1986

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি	মন্তব্য
s.29B ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শব্দ ব্যবহার বা ব্যবহারের মাধ্যমে/লিখিত জিনিস প্রদর্শণ	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.29C ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত জিনিসের প্রকাশ ও বিতরণ	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.29D ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে জনগণের সম্মখে কোন নাটক করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.29E ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন রেকর্ডিং এর বিতরণ/প্রদর্শণ/ পরিচালন করা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.29F ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্প্রচার/কোন প্রোগ্রাম সার্ভিসের প্রোগ্রামসহ	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।
s.29G ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে খুবই আপত্তিকর জিনিস নিজের কাছে রাখা	ক্রাউন কোর্ট-7 বছরের জেল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত-6 মাস	কেবলমাত্র এটর্নি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মামলা করা সম্ভব। সিপিএসের কাউন্টার টেররিজম ডিভিশনের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে যাতে একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এটি দেখেন।

4 ফুটবল অপরাধসমূহ-s.3 ফুটবল অফেন্স এ্যাক্ট 1991(s.9 ফুটবল (অফেন্সেস এন্ড ডিসর্ডার) এ্যাক্ট 1999 কর্তৃক সংশোধিত)

অপরাধ	সর্বোচ্চ শাস্তি	মন্তব্য
কোন নির্দিস্ট ফুটবল ম্যাচে জড়িত হওয়া বা অংশ গ্রহণ করে অশালীন/ বর্ণবাদী মন্ত্র আওড়ানো	লেভেল 3 পর্যন্ত জরিমানা	অন্য সাজা ছাড়াও আদালত ফুটবল নিষিদ্ধ করতে পারে। নিষিদ্ধ আদেশ অমান্য করলে 6 মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। ধর্মীয় মন্ত্র আওড়ানোর বেলায় এটি প্রযোজ্য হবেনা কিন্তু লক্ষ্য করুণ অন্য অপরাধ সমুহ (যেমন বর্ণবাদী বা ধর্মীয় ভাবে প্রকোপিত পাবলিক অর্ডার অফেন্সেস বা আক্রমণ) আরো সঠিক হতে পারে।

এ্যানেক্স B

পুলিশ, সিপিএস ও আদালতের ভূমিকা

পুলিশ	সিপিএস	আদালত
প্রতিবেদন গ্রহণ ক্ষতিগ্রস্থব্যক্তি ও সাক্ষীদের বিবরণী গ্রহণ অপরাধের অনুসন্ধান প্রমাণাদি একত্রিত করা মামলা সংকলণ করা সাক্ষীর ব্যক্তিগত বিবরণী নেয়ার প্রস্তাব করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে অভিযোগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সিপিএস-এর কাছে পাঠাবে (ছোট মামলা গুলো ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে) মামলার কাগজপত্র সিপিএসকে পাঠায় সাক্ষীকে ভিকটিম সাপোর্টে পাঠানো হবে কিনা তা বেছে নেবার প্রস্তাব দেয় ক্ষতিগ্রস্থব্যক্তি কে মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখে	অভিযোগের পূর্বে প্রমানাদি সম্পর্কে পুলিশকে পরামর্শ দেয় দলিলপত্র পুনঃবিবেচনা করে একজন সন্দেহ ভাজনকে অভিযুক্ত করা হবে কিনা এবং করা হলে অভিযোগগুলো কি হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় প্রমানাদি পরীক্ষণ করে যেখানে প্রমানাদির অভাব সেখানে পুলিশকে পরামর্শ দেয় পরিস্থিতি যদি পরিবর্তিত হলে অভিযোগ বদলানো বা বাতিল করা হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেয় আদালতের জন্য মামলাগুলো প্রস্তুত করে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অথবা ক্রাউন কোর্টে মামলা উপস্থাপন করে।	**ইউথ কোর্ট** 17 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে। **ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট** বেশীর ভাগ অপরাধী মামলা নিয়ে কাজ করে এবং সকল মামলায় জামিনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক সিদ্ধান্ত নেয়। **ক্রাউন কোর্ট** বেশীর ভাগ ভয়াবহ মামলাগুলো নিয়ে কাজ করে যেমন, খুন, ধর্ষন, ইত্যাদি এবং কিছু কম ভয়াবহ মামলা যেখানে অভিযুক্ত জুরী দ্বারা মামলা চালনা অধিকার চায় সেসব নিয়ে কাজ করে। এটা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত থেকে দেয়া শাস্তির আপীল ও রেফারেল নিয়েও কাজ করে।

ভিকটিম সাপোর্ট, উইটনেস সার্ভিস ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলো

এ্যানেক্স C

জামিন

আদালত একজন বিবাদীকে কাস্টডিতে রিমান্ডে নিতে পারে, বা শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীনভাবে জামিন দিতে পারে। আদালতে প্রথম শুনানীর আগে পুলিশও কোন বিবাদীকে কাস্টডিতে আটক রাখতে পারে বা জামিন দিতে পারে শর্তসাপেক্ষে বা শর্তহীনভাবে, কিন্তু পুলিশের ক্ষমতা আদালতের ক্ষমতার চেয়ে সীমিত।

বিবাদী যাতে পরবর্তী শুনানীর জন্য আদালতে হাজির হয়, এসময়ের মধ্যে যেন কোন নতুন অপরাধ না করে এবং সে যেন কোন সাক্ষী সাথে অনধিকারচর্চা না করে বা বিচারকে বাধাগ্রস্ত না করে এসব নিশ্চিত করার জন্য শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।

আদালত কর্তৃক আরোপিত জামিনের শর্তের উদাহরণ

আদালত কোন বিশেষ মামলার অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাযত মনে করলে যেকোন শর্ত আরোপ করতে পারে। এখানে আদালত কর্তৃক দেওয়া গতানুগতিক কিছু জামিনের শর্তের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলোঃ

• *বিবাদী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন নাম দেওয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেনা।*
তার মানে হচ্ছে কোন ধরণের যোগাযোগ করা যাবেনা, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইঠি(ইমেইল), টেক্সট মেসেজ বা চিঠি বা অন্যকোন ব্যক্তির মাধ্যমে যেমন বিবাদী তার পক্ষে কোন আত্নীয়কে ব্যবহার করতে পারবেনা।

• *বিবাদী কোন নাম দেওয়া যায়গায় যেতে পারবেনা।*
এটি সাধারণত কোন নির্দিস্ট ঠিকানা হয়, কিন্তু কোন রাস্তা, কোন শহর, কোন এলাকা বা এমনকি পুরো দেশও হতে পারে। কখনো কখনো আদালত বলতে পারে যে বিবাদী কোন যায়গার একটি নির্দিস্ট দূরত্বের ভেতরে যেতে পারবেনা যেমন বাদীর ঘরের ঠিকানার আধামাইলের মধ্যে।

• *বিবাদীকে একটি নাম দেওয়া যায়গায় বাস করতে হবে।*
তার মানে হচ্ছে অবশ্যই বাস করতে হবে এবং প্রতি রাতে সেখানে ঘুমাতে হবে।

• *কোন নামদেওয়া যায়গায় বসবাস করাকালীন .বিবাদীকে অনুরোধ সাপেক্ষে নিজেকে অবশ্যই একজন পুলিশ অফিসারের কাছে হাজির করতে হবে।*
সাধারণভাবে এটি 'ডোরস্টেপ কন্ডিশন' হিসেবে পরিচিত, জামিনের শর্ত হিসেবে বিবাদি যে আদালত নির্দিস্ট ঠিকানায় বাস করছে বা কোন কার্ফিউয়ের শর্ত মেনে চলছে সেটি পরীক্ষা করে দেখতে এটি পুলিশকে সমর্থ করে।

• *বিবাদীকে অবশ্যই কোন নির্দিস্ট পুলিশ স্টেশনে গিয়ে কোন নির্দিস্ট দিনে বা দিনগুলোর কোন নির্দিস্ট সময়ে হাজিরা দিতে হবে।.*
উদাহরণত প্রত্যেক কর্মদিবসে সকাল 8.30 টার সময়।

• *বিবাদীকে অবশ্যই নির্দিস্ট সময়ের ভিতর কার্ফিউ মেনে চলতে হবে।*
তার মানে হচ্ছে যেমন বিকাল 9টা থেকে সকাল 8টা পর্যন্ত ঘরের ভেতর থাকা

• *বিবাদীকে আদালতের কাছে অবশ্যই কিছু জমা রাখতে হবে*
যদি এটি মনে করা হয় যে বিবাদী হয়তো আদলতের আগামী শুনানীতে হাজির হবেনা সেক্ষেত্রে আদালত হয়তো কিছু নির্দিষ্ট অর্থ আদালতের কাছে পরিশোধ করতে বলবে। বিবাদী পরের শুনানীতে হাজির না হলে অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

• *বিবাদীকে অবশ্যই জামানত প্রদান করতে হবে*
বিবাদীকে আদালতে হাজির করা নিশ্চিত করার জন্য তার কোন বন্ধু বা আত্নীয়কে অবশ্যই রাজি হতে হবে বা বন্ধু বা আত্নীয় কোন নির্দিস্ট পরিমানের অর্থ হারাতে পারে।

কখনো কখনো বাস্তবিক কারনে শর্তের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। উদারণত:

• *বিবাদী অবশ্যই কোন একটি নামদেওয়া যায়গায় যাবেনা, এগুলো ছাড়া:*
–আদলতে হাজির হতে;
–সলিসিটরের সাথে পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতকারে যেতে;
–কোন পুলিশ অফিসারকে সাথে নিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে জিনিষ পত্র সংগ্রহ করা;
-কোন নির্দিস্ট সময়ে তত্ত্বাবধানরত সন্তানদেরকে দেখতে যাওয়া।

জামিনের শর্ত ভঙ্গ করা

যদি বিবাদী জামিনে শর্ত ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে এবং আদালত বিবাদীকে কাস্টডিতে রিমান্ডে নিতে পারে।

বিবাদী কখনো কখনো জামিনের শর্ত প্রত্যাহার করতে বা সেগুলোর কিছুটা পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করতে পারে। সেটি করার জন্য কোন একটি খুব ভাল কারণের ব্যাপারে পুলিশ এবং আদালতকে সন্তুষ্ট হতে হবে, এবং তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে কেন এই শর্তগুলো প্রথমে আরোপ করা হয়েছিল এবং এর সাথে বিবাদীর শর্ত প্রত্যাহার বা পরিবর্তনের কারণগুলোর ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

বিবাদী পুলিশ বা আদালত কর্তৃক আরোপিত যেকোন শর্ত মানার ব্যাপারে দায়ী থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন এই শর্ত প্রত্যাহার করা না হয়।

বর্ণবাদী ও ধর্মীয় অপরাধের শিকার লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও যোগাযোগের ঠিকানা

সাধারণ সংস্থাগুলো

নিউহ্যাম মনিটরিং প্রজেক্ট (এনএমপি)

এনএমপি 1980 সাল থেকে কাজ করছে। এটা পূর্ব লন্ডনের বর্ণবাদী হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের 24 ঘন্টার জরুরী সেবা প্রদান করে।

Newham Monitoring Project
The Harold Road Centre
170 Harold Road
Forest Gate
London E13 0SE

ফোন ঃ 020 8470 8333
ফ্যাক্স ঃ 020 8470 8353
www.nmp.org.uk

ইক্যুয়ালিটি এণ্ড হিউম্যান রাইটস কমিশন

1 লা অক্টোর 2007- এ তিনটি ইক্যুয়ালিটি কমিশন মিলে একটি নতুন ইক্যুয়ালিটি এণ্ড হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠন করেঃ

কমিশন ফর রেসাল ইক্যুয়ালিটি(সিআরই)
ডিসেবিলিটি রাইটস কমিশন(ডিআরসি)
ইক্যুয়াল অপরচুনিটিস কমিশন(ইওসি)
এইসব কমিশনের ওয়েসাইটগুলোও নতুন ইক্যুয়ালিটি এণ্ড হিউম্যান রাইটস কমিশনের সাথে মিশে গেছে ঃ
www.equalityhumanrights.com

ইক্যুয়ালিটি এণ্ড হিউম্যান রাইটস কমিশন হেড অফিস - ইংল্যান্ড

3 More London
Riverside
Tooley Street
London SE1 2RG

প্রধান সুইচ বোর্ডঃ 0845 604 6610
টেক্সট লাইন ঃ 0845 604 6620

ওয়েলস- কারডীফ

প্রধান সুইচবোর্ড ঃ 0292 0663710
প্রধান হেলপলাইন ও পরামর্শ হেলপ লাইন ঃ 0845 604 8810
টেক্সট লাইন ও দো-ভাষী লাইন ঃ 0845 604 8820

স্কটল্যান্ড

প্রধান সুইচবোর্ড ঃ 0845 604 6610
টেক্সট লাইন ঃ 0845 604 5520

ফেডারেশন অফ ব্ল্যাক হাউজিং অর্গানাইজেশনস (এফবিএইচও)

কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা পরিচালিত গৃহায়ন ক্ষেত্রে এফবিএইচও তাদের অধীনে একটি অঙ্গসংস্থা । এফবিএইচও গৃহায়নের ক্ষেত্রে বর্ণবাদ নিরসনে কাজ করে। এটা তথ্য, পরামর্শ, সহায়তা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করে। এটি গৃহায়ন নীতিনির্ধারকদের, সরকারের ও অন্যান্য গৃহায়ন সম্পদের নিয়ন্ত্রকদের কাছে এর সদস্যদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে।

1 King Edwards Road
2nd Floor
London E9 7SF

020 8533 7053
www.fbho.org.uk

আইএমকেএএন

আইএমকেএএন একটি জাতীয় নীতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা উদ্যোগ, যা বিশেষজ্ঞ শরনার্থী ক্ষেত্রগুলো যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ ও জাতীগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও শরনার্থী নারী ও শিশুরা নির্যাতনের শিকার তাদের সহায়তা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে।

আইএমকেএএন নিম্নোক্ত কাজ গুলো করেঃ

- বিশেষজ্ঞ বিএমইআর শরনার্থীদের তার প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতা-বর্ধনের সহায়তা দান করে।
- মূলধারার নীতি ও সেবাদানকারী পরিকল্পনা ফোরামগুলো পরামর্শ প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে
- সমাজ নির্ভর গবেষণা পরিচালনা করে
- আইনী অ্যাডভোকেটসদের জন্য সিপিডি প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

IMKAAN
Tindlemanor, 4 Th floor
52-54 Featherstone Street
London EC1Y 8RT

020 7250 3933

আইরিশ ট্রাভেলার মুভমেন্ট ইন ব্রিটেন

আইরিশ ট্রাভেলার মুভমেন্ট ইন ব্রিটেন (আইটিএম) একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের নীতি এবং ‘ভয়েস’ সংস্থা যেটি আইরিশ যাত্রীদের সামাজিক অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি ও বৈষম্যকে প্রতিরোধ করার উদ্দ্যেশে নিয়োজিত।

The Resource Cente
356 Holloway Road N7 6PA

ফোন ঃ 020 7607 2002
ইমেইল ঃ info@irishtraveller.org.uk
www.irishtraveller.org.uk

ন্যাশনাল এসেম্বলী এগেইনস্ট রেইসিজম

ন্যাশনাল এসেম্বলী এগেইনস্ট রেসিসম যেসব সংস্থা আশ্রয় ও অভিবাসন নীতি, বর্ণবাদী নির্যাতন, জেলে মৃত্যু, প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, ইসলামভীতির বিরুদ্ধে ও বহু-সংস্কৃতির পক্ষে কাজ করে তাদের কৃষ্ণাঙ্গগোষ্ঠী পরিচালিত একটি ফোরাম।

28 Commercial Street
London E1 6LS

020 7247 9907
www.naar.org.uk
ইমেইল ঃ info@naar.org.uk

দি মনিটরিং গ্রুপ

বর্ণবাদী হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের আইনী, মানসিক ও বাস্তববাদী সাহায্য প্রদান করে।

28 Museum Street
London WC1A 1LH

020 7636 6000
জরুরী ফ্রী ফোন নাম্বার : 0800 374 618
www.monitoring-group.co.uk
admin@monitoring-group.co.uk

মিন ক্যুয়ান

মিন ক্যুয়ান, মনিটরিং গ্রুপের একটি শাখা যা ইউকে-তে অবস্থিত চাইনীজ কমিউনিটিকে সহযোগিতা, শিক্ষা ও দক্ষতা প্রদান করে। মিন ক্যুয়ান বিশেষভাবে গঠন করা হয়েছে ঃ

- চাইনীজ লোক যারা বর্ণবাদী হয়রানিতে ক্ষতিগ্রস্থ, ঘরোয়া নির্যাতন ও পুলিশী সমস্যার শিকার তাদের আইনী, মানসিক ও বাস্তবসম্মত সহায়তা প্রদান;
- এই সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ও কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা;
- এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- এই বিষয়গুলোকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য ও নিবিড়ভাবে তাদের সাথে লিয়াঁজো করা;
- সরকারী কাজে ও শ্রমবাজারে চাইনীজ কমিউনিটির আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং সমাজে গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

প্রধান অফিস
Min Quan
28 Museum Street
London WC1A 1LH

ফোন ঃ 020 7636 6000
ফ্যাক্স ঃ 0207631 1193

Min Quan Manchester
1St Floor
61 Mosley Street
Manchester M2 3HZ

ফোন: 0161 247 7982
ফ্যাক্স: 0161 228 3096

The Monitoring Group
Min Quan Southampton
135 St. Mary Street

ফোন ঃ 023 8071 0138
ফ্যাক্স ঃ 023 8033 0760

সাউথ হল ব্ল্যাক সিস্টারস

সাউথ হল ব্ল্যাক সিস্টারস (জোরপূর্বক বিয়ে ও সম্মানী অপরাধসহ) ঘরোয়া ও যৌন নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদেরকে তথ্য, পরামর্শ, পরামর্শ সেবা, বাস্তববাদী সাহায্য, উপদেশ ও সহায়তা প্রদান করে। ক্ষতিগ্রস্থদের নির্যাতন এড়ানো; অপব্যবহার ও একধরনের আন্তঃসম্পর্কীয় সমস্যা নিয়ে কাজ করতে সাহায্য করার লক্ষ্যে এই ব্যাপকভিত্তিক সেবাটি প্রদান করা হয়। এশীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের জন্য পরামর্শ, মানবিক সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

Southall Black Sisters
21 Avenue Road
Southall
Middlesex UB1 3BL

020 8571 95 95
www.southallblacksisters.org.uk
southallblacksisters@btconnect.com

ভিকটিম সার্পোট

অপরাধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য একটি জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ভিকটিম সার্পোট। ক্ষতিগ্রস্থরা অপরাধের ব্যাপারে অভিযোগ করুক অথবা না করুক আমাদের সেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে বিনামূল্যে ও গোপনীয়ভাবে তাদের অভিজ্ঞতা সামালাতে সাহায্য করে। ভিকটিম সাপোর্ট, উইটনেস সার্ভিস ও সাপোর্ট লাইন ও পরিচালনা করে। উইটনেস সার্ভিস সাক্ষীদের, ক্ষতিগ্রস্থেদের ও তাদের পরিবারদের মামলা চলার আগে, চলার সময় ও পরে সাহায্য প্রদান করে, প্রশিক্ষিত সেচ্ছাসেবকগণ আদালতের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে, আদলতে সফর ও শুনানীর পূর্বে ও সময় একটি নির্জন স্থানে অপেক্ষার জন্য মানবিক সাহায্য ও বাস্তববাদী তথ্য প্রদান করে।

সার্পোট লাইন বাস্তবধর্মী সাহায্য ও মানবিক সহযোগিতা গোপনীয় ও নামহীনভাবে প্রদান করতে পারবে 0845 30 30 900
www.victimsupport.org.uk

ধর্মীয় সংগঠণসমুহ

কমিউনিটি সিকিউরিটি ট্রাষ্ট

ইহুদী গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা ঘটলে সেটি নথিবদ্ধ করে ও অনুসন্ধান করে। যেখানে প্রয়োজন এবং ক্ষতিগ্রস্থের অনুমতি নিয়ে জুয়িশ কাউন্সেলিং সার্ভিসে পাঠায়।

ইনসিডেন্টস ডিপার্টমেন্ট 020 8457 9964 ও 020 8457 9999 অথবা অনলাইনে www.thecst.org.uk/incidents

ফোরাম এগেইনস্ট ইসলামোফোবিয়া এন্ড রেইসিজম (এফএআইআর)

ফোরাম এগেইনস্ট ইসলামোফোবিয়া ও বর্ণবাদ (এফএআইআর) এফএ আইআর একটি স্বাধীন দাতব্য সংস্থা যা ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে ও এ সম্পর্কিত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা করে।

PO Box 784

Richmond
Surrey TW9 2WH

ইসলামোফোবিক বৈষম্যের ঘটনার প্রতিবেদন করতে ফেয়ার এ যোগাযোগ করুন ঃ 020 48940 0100

www.fairuk.org
fair@fairuk.org

জুয়িশ ইউম্যানস এইড

ইহুদী নারী যারা ঘরোয়া নির্যাতনের শিকার তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠানোর সেবা প্রদানের হেলপ লাইন।
হেলপ লাইন ঃ 0800 591 203
হেড অফিস ঃ 020 8445 8060
www.jwa.org.uk
info@jwa.org.uk

আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের জন্য সংগঠনসমূহ

জয়েন্ট কাউন্সিল ফর দ্যা ওয়েলফেয়ার অফ ইমিগ্র্যান্টস (জেসিডব্লিউআই)

জেসিডব্লিউআই একটি স্বাধীন ও জাতীয় সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেটা অভিবাসন, জাতীয়তা ও অভিবাসন আইন ও নীতির ক্ষেত্রে সুবিচার ও বর্ণবাদ রোধের সংগ্রামের জন্য প্রচারাভিযান চালায়। জেসিডব্লিউআই বিনা মুল্যে পরামর্শ, মামলার কাজ, প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রকাশনা প্রদান করে।

115 Old Street
London EC1V 9RT

020 7251 8708
www.jcwi.org.uk

রিফিউজি অ্যাকশন

রিফিউজি অ্যাকশন একটি স্বাধীন জাতীয় দাতব্য সংস্থা যা শরণার্থীদের ইউকে তে নতুন জীবন শুরু করতে সক্ষম করে। তারা নতুন আসা আশ্রয় প্রার্থীদের বাস্তবধর্মী পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করে এবং সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের স্থিতিশীলতার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিশ্রুতি দেয়।

Head Office
The Old Fire Station
150 Waterloo Road
London SE1 8SB

020 7654 7700
www.refugee-action.org.uk

রিফিউজি কাউন্সিল

রিফিউজি কাউন্সিল ইউকে জুড়ে আশ্রয় প্রার্থী ও শরণার্থীদের সাথে কাজ করে।

240-250 Ferndale Road
Brixton
London SW8 8BB

020 7346 6700
www.refugeecouncil.org.uk
info@refugeecouncil.org.uk

ওয়ান স্টপ সার্ভিস যা আশ্রয় ও অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরামর্শকদের দ্বারা চালিত। এটি ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করে।

এই লিফলেটের আরো কপি পাওয়া যেতে পারে;

CPS Communication Division
Rose Court
2 Southwark Bridge
London SE1 9HS

ফোন : 020 335 70913
ফ্যাক্স : 020 335 70936
ইমেইল : publicity.branch@cps.gsi.gov.uk

ব্লাকবার্ন অফ বল্টন কর্ত্তৃক মুদ্রীত
ফোন : 01204 532121